জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in | /DigitalJagoBangla | /jagobangladigital | /jago_bangla | www.jagobangla.in

তালিকায় বাদ

কর্নাটকে এসআইআর চলছে। তার জেরেই বাদ গেল অভিনেতা প্রকাশ রাজের নাম। বিখ্যাত অভিনেতা বিজেপি বিরোধী বলে পরিচিত। সেই কারণেই এই ঘটনা? প্রকাশ বলেন, খেলা হবে

ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপের জোড়া ফলায় দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। একাধিক জেলায় হলুদ সতর্কতা। ১৪ অগাস্ট পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা

মহারাষ্ট্রে বাংলাদেশি সন্দেহে বাঙালি মহিলাকে পুশব্যাক

নেতাজির চিতাভস্ম ফেরানো নিয়ে মোদিকে সুপ্রিম-নোটিশ

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৭২ • ১২ অগাস্ট, ২০২৬ • ২৬ শ্রাবণ ১৪৩৩ • বুধবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 72 • JAGO BANGLA • WEDNESDAY • 12 AUGUST, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

যারা ভারতরত্নের গায়ে কালি ছিটোচ্ছে তাদের শাস্তি চাই

নেতাজির অপমান মানব না

হুঙ্কার নেত্রীর

শ্যামবাজারে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ নেতৃত্ব।

প্রতিবেদন : প্রতিনিয়ত বিজেপি নেতারা অসম্মান করে চলেছেন মহান দেশপ্রেমিক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে। নেতাজির এই অসম্মান দেশের অপমান। নেতাজিকে অসম্মান করার স্পর্ধায় আমরা স্তম্ভিত। মঙ্গলবার শ্যামবাজারে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিজেপি নেতাদের অবমাননাকর কথার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, নেতাজিকে অপমান! বিজেপি নেতাদের এই স্পর্ধাকে ধিক্কার জানাই। রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি, স্বামীজি, ক্ষুদিরাম বসু সারা বিশ্বের গর্ব। তাঁদের প্রতিনিয়ত অসম্মান করে চলেছেন বিজেপির নেতারা। আর তা নিয়ে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের কোনও প্রতিবাদ নেই। কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। অবিলম্বে নেতাজিকে অপমান করার জন্য শাস্তি দিতে হবে। এরপর জয় হিন্দ, জয়তু নেতাজি, সুভাষবাদ, গান্ধীবাদ স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। এর মধ্যেই নেতাজি ও ক্ষুদিরাম বসুকে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ দোলা সেন, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক কুণাল ঘোষ, প্রাক্তন মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য যুব নেতা অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য মৃত্যুঞ্জয় পাল, মহিলা সাধারণ সম্পাদক ময়না বন্দ্যোপাধ্যায়, ছাত্র সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, ছাত্রনেতা বর্ণ বর্মন, আইটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রী উপাসনা চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক তৃপ্তি পান্ডে, যুব নেতা শক্তিপ্রতাপ সিং, শুভ্রজিৎ হাজরা, আইএনটিটিইউসি নেতা আসফাক আহমেদ, বিজয় উপাধ্যায়, বিদায়ী কাউন্সিলর মোহন গুপ্ত, পূজা পাঁজা, মৌসুমী দে, শিখা সাহা। গানে, বক্তৃতায় নেতাজি স্মরণ অনুষ্ঠান হয়।

শ্যামবাজারে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে সম্মান জানানো হয় ভারতের (এরপর ৬ পাতায়)

তৃণমূল কার্যালয়ে বিজেপির হামলা

ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান দিবস পালনের সময় আক্রমণ

প্রতিবেদন : বাঙালি মনীষী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি বিজেপির চরম অসম্মান এবং রাজনৈতিক হিংসার নোংরা রূপ আবারও প্রকাশ্যে চলে এল। মঙ্গলবার তৃণমূল ভবনে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস পালন এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি হওয়া অপমানের বিরুদ্ধে এক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল তৃণমূল আইটি সেলের পক্ষ থেকে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আইটি সেলের প্রধান উপাসনা চৌধুরী, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী-সহ অন্যরা।

কার্যালয়ের সামনে বিজেপির হামলা।

এদিন তৃণমূল আইটি সেলের এই অনুষ্ঠানেও অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজেপি-আশ্রিত একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী। প্রকাশ্য দিবালোকে এই বর্বরোচিত ও কাপুরুষোচিত হামলার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বয়স

জীবনটা কেমন খোলামকুচি
নিজের মতোই চলে
জন্মদিন আসলে মনে পড়ে যায়
কত দিন এসেছি ফেলে।

শৈশব কাটে খুব তাড়াতাড়ি
পড়াশুনার চলে হুড়োহুড়ি
কৈশোর এসে মনে পড়ে যায়
পার হয়ে গেছে বছর-কুড়ি।

জীবন যখন বুঝতে শেখায়
নিজের জীবন জানতে
অনেক বছর পার হয়ে যায়
নিজেকে পারে না চিনতে।

সময় যখন পাখা মেলে ধরে
মেলে ধরে সাদা পাখনা
সময় ঘড়ি জানিয়ে দিয়ে যায়
বয়সকে ধরে রাখা যায় না।

বছর যখন বিছড়ে যায়
সময় যখন ফুরসত পায়
জীবন ভাবায়, বয়স ডোবায়
সময় চলে গেলো বৃথায়।

মনে পড়ে যায় এই সেদিন
শুরু হলো পরিচয়
জীবন পাপড়ির সূর্যাস্ত আসছে।
এতো তাড়াতাড়ি? বিস্ময়!

বালিশ শিবিরকে সুপ্রিম-ভর্ৎসনা

তৃণমূলকে দৈনিক খরচের অনুমতি

প্রতিবেদন : দৈনন্দিন কাজ ও বেতন দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে টাকা তোলার অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। ইডির আইনজীবী কোর্টকে জানান, অ্যাকাউন্টে ছাড়পত্র দিতে দরকারে তিনি এফিডেভিট দেবেন। পাশাপাশি বালিশ তৃণমূল ক্যাভিয়েট ফাইল করে অর্থের দাবি জানালে কোর্ট তিরস্কার করে তাদের আবেদন খারিজ করে দিয়ে জানায়, এখানে কে আসল, কে নকলের মামলা হচ্ছে না। অযথা সময় নষ্ট করবেন না। কিছু বলার থাকলে হাইকোর্ট নিযুক্ত কোর্ট অফিসারকে বলুন।

মঙ্গলবার শুনানি শেষে বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ ও বিচারপতি প্রসন্না ভি ভারালে জানান ৯ জুলাই কলকাতা হাইকোর্ট যে নির্দেশ জারি করেছিল, সেটাই বহাল রাখছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই নির্দেশ ছিল যথেষ্ট ব্যালান্সড। কী ছিল সেই নির্দেশ? (এরপর ৬ পাতায়)

সার কাজে ক্ষুব্ধ কোর্ট

প্রতিবেদন : এসআইআরের ট্রাইবুনালের কাজে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট। এতটাই শ্লথগতিতে কাজ হচ্ছে যে, প্রধান বিচারপতি মঙ্গলবার বলতে বাধ্য হন, এতো তো দেখছি আগামী নির্বাচনের আগে শেষ হবে না। তিন সদস্যের বেঞ্চে এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানতে চান, ট্রাইবুনালের কতজনের নিষ্পত্তি হয়েছে। কিন্তু এর কোনও উত্তর মেলেনি। ক্ষুব্ধ বিচারপতি বলেন, এই যদি চলতে থাকে তাহলে ট্রাইবুনাল নতুন করে সাজাতে হবে। অনেক সময় পেরিয়ে গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে একহাত নিয়ে বলেন, কাজ হচ্ছে কি না হচ্ছে সেটা শুধু আপনারা বললেই হবে না, আমাদের দেখতে হবে। কারণ, আমরাই ট্রাইবুনাল গঠন করেছি। ট্রাইবুনাল নিয়ে প্রথম থেকে অভিযোগ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ সেটাই প্রমাণ করল।

তারিখ অভিধান

১৯৫৪
সুরেশচন্দ্র মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫৪) প্রয়াণদিবস। ছাত্রাবস্থাতেই বাঘাযতীনের প্রেরণায় বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর চুরি করা রিভলভার দিয়ে হাইকোর্টের কর্মচারী শামসুর আলমকে বিপ্লবীরা হত্যা করলে সুরেশের ১৬ মাস জেল হয়। সামান্য মূলধন নিয়ে শুরু করেন গৌরাঙ্গ প্রেস। ছোটবেলার বন্ধু প্রফুল্লচন্দ্র সরকারের সাহায্যে প্রকাশ করেন আনন্দবাজার পত্রিকা। এরপর প্রকাশ করেন ‘দেশ’ পত্রিকা। বাংলা লাইনো টাইপ প্রবর্তন তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি। পরাধীন ভারতে জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপে অংশ নেওয়ার জন্য একাধিকবার জেল খেটেছেন। অকৃতদার সুরেশচন্দ্র স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনায় অংশ নেন। ১৯৫২-তে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৮৭৭ হরিনাথ দে
(১৮৭৭-১৯১১) উত্তর ২৪ পরগনার আড়িয়াদহে জন্মগ্রহণ করেন। বহুভাষাবিদ বাঙালি পণ্ডিত। এশিয়া ও ইউরোপের বহুসংখ্যক ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৩০ বছর বয়সের আগেই বিশ্বের ৩৪টি ভাষা আয়ত্ত করেন। এবং বেঁচেওছিলেন ৩৪ বছর।

১৮৬৫
জোসেফ লিস্টার (১৮২৭-১৯১২) নামে এক ব্রিটিশ শল্য চিকিৎসক এদিন পথ দুর্ঘটনায় আহত এক বালকের ভাঙা পা সারিয়ে তোলার সময় প্রথম নর্দমা পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার্য কার্বলিক অ্যাসিড অপারেশনের কাজে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে সংক্রমণমুক্ত করার কাজে ব্যবহার করেন। এর আগে অপারেশনের পর যমে-মানুষে টানাটানি চলত, সংক্রমণের ফলে অধিকাংশ রোগীর মৃত্যু ঘটত। প্রথম প্রথম লিস্টার এ কাজের জন্য হাসির খোরাক হলেও পরে প্রমাণিত হয় যে অপারেশনের সময় কার্বলিক অ্যাসিড বা ফেনল ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়, রোগীর শরীর সংক্রমণ এড়াতে পারে। অপারেশনের পর মৃত্যুর হার কমে ১৫ শতাংশে নেমে আসে। বস্তুতপক্ষে লিস্টার আজকের দিনে তাঁর পরীক্ষায় সফল হওয়ার কারণে হাসির খোরাক হলেও পরবর্তীতে আধুনিক শল্য চিকিৎসার জনকের সম্মান অর্জন করতে পেরেছিলেন।

১৯১৯ বিক্রম সারাভাই
(১৯১৯-১৯৭১) এদিন আমেদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে ভারতের মহাকাশ গবেষণার জনক বলা হয়। এদেশে পারমাণবিক শক্তি নিয়ে গবেষণার শুরুও তাঁর উদ্যোগে। আমেদাবাদ আইআইএম প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৬৬-তে এই পদার্থবিদকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করে ভারত সরকার। মৃত্যুর পর তাঁকে পদ্মবিভূষণ প্রদান করা হয়। তিরুবনন্তপুরমে অবস্থিত মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রটি তাঁরই নামে নামাঙ্কিত।

১৮২২ ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড ক্যাসুলরিগ (১৭৬৯-১৮২২) এদিন একটা পেনসিল কাটার ছুরি দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেন। নেপোলিয়নকে হারাতে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। তা সত্ত্বেও স্বদেশে তিনি ভীষণভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। তার দরুন স্নায়ুরোগের শিকার হয়ে পড়েন। সেইসঙ্গে কাজের প্রবল চাপ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। পরিবার পরিজনের আশঙ্কা ছিল, তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন। সেজন্য ক্ষুর আর রিভলভারগুলো চোখের আড়ালে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। সতর্ক চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল ছোট্ট পেনসিল কাটার ছুরিটা। সেটার সাহায্যেই শেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। যে ডাক্তার ব্যাংকহেডের পরামর্শে তিনি সপ্তাহান্তে ছুটি কাটাতে গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলেন, সেই চিকিৎসকই এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ তাঁর রক্তাক্ত দেহটি প্রথম দেখেন।

১৯৩২
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
(১৯১০-১৯৩২) এদিন ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানে অংশ নেন। চামুগারিয়া মেল ব্যাগ লুণ্ঠনের মতো বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডেরও শরিক। এদিন ফরিদপুর জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

কর্মসূচি

■ শিক্ষক খুনে তিনদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও অধরা অভিযুক্তরা। মঙ্গলবার দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে চোপড়া ও ইসলামপুর ব্লকের শিক্ষক-শিক্ষিকারা একজোট হয়ে প্রতিবাদ মিছিল করেন। পরে ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেন । প্রকাশ্য রাস্তায় একজন শিক্ষককে গুলি করে খুনের ৭২ ঘণ্টা পরেও খুনিরা অধরা—এ ঘটনা শিক্ষক সমাজের নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৯২

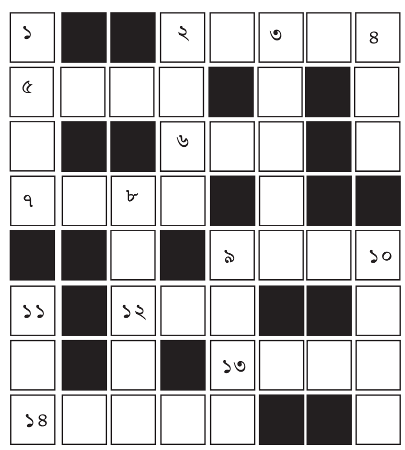

পাশাপাশি : ২. জাতপাত বা জাতের ভেদাভেদ মেনে চলা ৫. টঙ্কক ৬. গুপ্ত, অপ্রকাশিত ৭. সই ৯. পায়ের অলংকারবিশেষ ১২. পাটশাক ১৩. ঝোড়ো বাতাস ১৪. —এ বসন্ত।

উপর-নিচ : ১. শব্দার্থ সম্বন্ধে প্রচীন মতবিশেষ ২. জাতীয় ৩. সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর ৪. সোহাগা ৮. একধরনের যোগাসন ৯. নির্দিষ্ট সময়ে গাছের পাতা খসে পড়া ১০. পরস্পর লড়াই ১১. বহু, অনেক।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৯১ : পাশাপাশি : ১. আঙ্গিক ৩. অর্ধভাগ ৫. রবিবাসরীয় ৭. বক্রিমা ৮. স্থাপিত ১০. মহিষবাহন ১২. দাগাবাজি ১৩. নরেন্দ্র। **উপর-নিচ :** ১. আত্মভাব ২. কলের মানুষ ৩. অথবা ৪. গতীয় ৬. সংস্থানহীন ৯. তথ্যকেন্দ্র ১০.মর্যাদা ১১. বাবাজি।

১১ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫২৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫৩২৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৫৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৩৫০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৩৫১৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.৫৮	৯৬.৫৪
ইউরো	১১০.১৩	১১১.২২
পাউন্ড	১২৮.৮৪	১৩০.৩৩

নজরকাড়া ইনস্টা

■ গার্গী রায়চৌধুরী

■ মিমি দত্ত

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

12 August, 2026 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

নেতাজি মূর্তির পাদদেশে ক্ষুদিরাম-স্মরণ তৃণমূলের

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মানুষের ক্ষোভ

বালিশ তৃণমূল এবার বুঝতে পারছে কত ধানে কত চাল। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে ভেবেছিল তারা বুঝি মানুষের সমর্থন পাবে। কিন্তু তাদের অবস্থানটা কোথায় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন বাংলার মানুষ। বালিশ শিবিরের অধিকাংশ সাংসদ-বিধায়ক এলাকায় ফিরতে ভয় পাচ্ছেন। গণ বিক্ষোভের শঙ্কা করছেন। এটা যে কতখানি যথার্থ আশঙ্কা তা হাতেনাতে বুঝিয়ে দিলেন কোচবিহারের মানুষ। জগদীশ বসুনিয়া সোমবার গভীর রাতে সিতাইয়ের বাড়িতে ফিরেছিলেন। স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি যে ওই রাতে মানুষ তাঁর বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাবেন। মানুষের স্পষ্ট কথা, বিজেপি বিরোধী ভোটে সাংসদ হয়েছেন। জনগণের রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তিনি এনসিপিআইতে গিয়েছেন। যারা এখন এনডিএ অর্থাৎ বিজেপির শিবিরে নাম লেখানোর জন্য মরিয়া। মানুষের বিক্ষোভে জগদীশ বাধ্য হন স্ত্রী সঙ্গীতাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্য আস্তানায় যেতে। মানুষ এবার জবাব দিচ্ছেন প্রতারণার। শুধু জগদীশ কেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিকে সামনে রেখে তৃণমূলের টিকিটে জিতেছিলেন শিউলি সাহা। মঙ্গলবার কেশপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যাওয়ার লোভ সামলাতে পারেননি। আর সেখানে গিয়েই বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন। গো ব্যাক শিউলি আওয়াজ উঠল সভা থেকে। নিরুপায় বালিশ শিবিরের বিধায়ক বাধ্য হলেন সভা ছাড়তে। এটাই এখন বালিশ শিবিরের অবস্থান। যত দিন যাবে মানুষের ক্ষোভ বাড়বে এইসব ধান্দাবাজদের বিরুদ্ধে। সময় বুঝিয়ে দেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রতারণা করলে মানুষ এইভাবেই জবাব দেবে।

e-mail থেকে চিঠি

বাহ্, বাহ্ মোদিজি! কামাল কিয়া আপনে! উত্তর কলকাতার পরচুল পরা

ক্যালকাটা বয়েসের অবৈধ সাংসদ থেকে আরবানা খ্যাত হুগলির ধোঁয়ারানি কিংবা বারাসতের ডাক্তার ম্যাডাম, সবাই বুঝি ডিলিমিটেশনে আসন সংখ্যা ৫০ শতাংশ বাড়লে নিজেদের পুনর্বাসন নিয়ে ঊনত্রিশের ভোটেও নিশ্চিত। বাংলার মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে যে ঐতিহাসিক বদল এনেছে তা কি তিনমাস পর বোঝা যাচ্ছে! বাংলার জয়ী বিজেপি বিধায়ক, এমপিরা একান্তে এতটা সময় কাটাতে পেরেছেন মোদিজির সঙ্গে বাসভবনে। জয়ের কারিগর শমীকবাবু, দিলীপবাবুরা স্বয়ং প্রাতরাশ করতে পেরেছেন ৭ নম্বর রেসকোর্স রোডের প্রশস্ত লন পেরিয়ে সবুজে ঘেরা মনোরম আবাসে! কিংবা প্রশ্নফাঁসে ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীরা ডাক পেয়েছেন নিজেদের ব্যথা জানানোর জন্য। হেরো তৃণমূলের সদস্যরা পেয়েছেন। জয়টা কার? জানতে ইচ্ছে করছে খুব। চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা আবার রাস্তায়। তিনমাসে ঋতব্রতবাবু যতবার নবান্নে ডাক পেয়েছেন তার পাশে চাকরিহারাদের কথাও কি শোনা উচিত ছিল না পালাবদলের সরকারের। কেউ কথা শোনেনি, সমাধান তো দূর-অস্ত্! হকারদের পেটে লাথি পড়েছে। রুজি হারিয়েছে কত মানুষ। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা নিয়মিত ঢুকছে না। তোলাবাজি চলছে বহাল তবিয়তে, হাসপাতাল থেকে অটোস্ট্যান্ডে। রক্তের অভাবে সংকটে থ্যালাসেমিয়া রোগীর জীবন। এরই মধ্যে টলিপাড়ার বাবুর বিরুদ্ধে নাকি মামলা উঠে যাচ্ছে । মেসি মামলাও বিশবাঁও জলে। তাহলে অমিত শাহ উলটো করে ঝোলাবেন কাকে? এ তো পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে তৃণমূলের লোকদেরই রমরমা, পুরভোটের পর যা আরও বাড়বে। মাইনাস শুধু কালীঘাট! মানুষ বিজেপির এই জমজমাট নাটকে ষোলোআনা খুশি তো? নাট্যদরদি শমীকবাবু রসিক মানুষ। সুপারহিট পালাটা নিশ্চই বড়ো কোনো হলে মঞ্চস্থ করবেন। না-হলে পদপিষ্ট হওয়ার ভয় আছে! গত তিনমাসে ওই কুনাট্যের ধাক্কায় গরিবের একমাত্র সুষম খাদ্য ডিম ৬ টাকা থেকে বেড়ে ৯ টাকা ছুঁয়ে আবার সাত টাকা হয়েছে। আবার বাড়লে অসুবিধায় পড়বে মানুষ। আপনি শুধু খিল এঁটে বসে থাকুন, বলুন বিজেপির তৃণমূলিকরণ নৈব নৈব চ! ওরা দিল্লিতে গেলেই আমে-দুধে মিশে যাবে! জনগণ গড়াগড়ি খাবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলার গুটিকয়েক তৃণমূলছুট এনসিপিআই এমপি'র সঙ্গে দেখা করতে পারছেন, সন্ধে পর্যন্ত সংসদে নিজের অফিসে কাটাচ্ছেন, কিন্তু অধিবেশনে যোগ দিচ্ছেন না। এটা কি বীরের পলায়ন নাকি অন্য কিছু?

— **শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, সিমলা স্ট্রিট, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

নেতাজিকে অপমান মানছি না, মানব না

- মাত্র তিন অক্ষরের নেতাজির নাম প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের হৃদয়ে ঝড় তোলে, তুফান তোলে।
- অথচ সেই মহাপুরুষের গায়ে কালির ছিটে লাগাতে মরিয়া বিজেপি ও তার সহযোগীরা।
- খুবই স্বাভাবিক এই প্রবণতা।
- কারণ, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০এ 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সাপ্তাহিক পত্রিকায় সুভাষ স্পষ্ট লিখেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িক মানসিকতা চলে গেলে সাম্প্রদায়িকতা থাকতে পারে না।'
- ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকদের একথা সহ্য হবে কী করে!

কলম ধরলেন তাই **চন্দ্রিমা পাঠক**

"মানুষের জন্য প্রেমানুভূতিতে উদ্দীপিত না হলে আমরা সকলের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ হতে পারব না, সব মানুষকে সমান বলে ভাবতে পারব না। স্বাধীনতার জন্য কষ্ট ত্যাগও করতে পারব না।"
— সুভাষচন্দ্র বসু
মথুরা, মে, ১৯৩১

এই হলেন আমাদের নেতাজি।
এই ছিলেন আমাদের স্বপ্নের মানুষ।
এই হলেন আমাদের আদর্শ দেশনায়ক।

ইউরোপের থাকার সময় তিনি ভিয়েনা পুরসভার কার্যপ্রণালী দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তারই রূপায়ণ ঘটাতে চেয়েছিলেন কলকাতার মেয়র রূপে। মেয়রের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি তুলে ধরে ছিলেন তাঁর এ-সংক্রান্ত চিন্তা। বলেছিলেন, 'পৌর সমাজতন্ত্র আসলে ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজের জনগোষ্ঠীর সেবা প্রচেষ্টা'।

জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি রূপে হরিপুরা অধিবেশনে বলেন, "আমরা শুধু ভারতের জন্য সংগ্রাম করছি না সমগ্র মানবজাতির জন্যই আমাদের সংগ্রাম। ভারতের স্বাধীনতার অর্থ মানবজাতির মুক্তি।"

এটাই ছিল সুভাষচন্দ্র বসুর সংগ্রামী আদর্শ।

বর্তমান ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও ধর্মের নামে যে ধরনের জঘন্য ন্যক্কারজনক কার্যকলাপ চলছে, তা অবশ্যই সুভাষচন্দ্র অনুমোদিত নয়।

নেতাজির ভাবনাতেও কখনও এসব বিকৃত চিন্তার উদয় ঘটেনি।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র ধর্মীয় ভাবনা থেকে মুক্ত ছিলেন না কিন্তু তিনি ছিলেন চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দের মতই যত মত, তত পথ, অর্থাৎ সব ধর্মের বর্ণের মানুষের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও একের উৎসবে অপরের অংশগ্রহণ, সব ধর্মের মানুষকে মানুষ হিসেবে ভেবে কাছে টেনে নেবার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

আমাদের দেশে এখন শাসক শ্রেণি ও শাসক গোষ্ঠী নির্বিচারে সংখ্যালঘু মানুষের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে। এদেশের একাধিক রাজ্য সরকার নিজস্ব সংকট সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় রূপে প্রতিবেশী সংখ্যালঘু মানুষের জায়গা জমি ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরি দখল করার প্ররোচনা দিচ্ছে। লগ্নি পুঁজির ধর্মই হলো উৎপাদন নয় সীমাহীন মুনাফা, এই মুনাফা বৃদ্ধির জন্য তারা সর্বত্র রাষ্ট্রীয় সম্পদ জল জঙ্গল জমি ব্যাংক বিমা রেল বন্দর ইত্যাদি সবকিছুই রাষ্ট্র মালিকানা থেকে নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করতে চায়। সকলের একটাই উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যন্ত্রণাকে আড়াল করে দেওয়া, মানুষকে বর্ণে বর্ণে, ধর্মে ধর্মে ভাষায় ভাষায় ভাগ করে দুর্বল করে ফেলা।

নেতাজির আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, বহু বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ গণতান্ত্রিক ভারত। আজকে ভারতের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সংবিধান, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, আদিবাসী তফসিলি মানুষের সামাজিক ন্যায় অধিকার বিপন্ন বা ধ্বংসের মুখোমুখি।

এমতাবস্থায় আজকের প্রেক্ষাপটে নেতাজির রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনা সত্যিই নতুনভাবে আমাদের পথ খুঁজে নেওয়ার বার্তা যোগায়।

বিজেপির বাঁদরামি শুধু ওদের সাংসদ অনন্ত মহারাজের নেতাজির প্রতি অবমাননাকর বেলাগাম মন্তব্যে সীমায়িত নয়।

ক্ষুদিরাম বসুর আত্ম বলিদান দিবসেই রাতারাতি বদলে ফেলা হয়েছে রাস্তার নাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত রাস্তা হয়ে গিয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে। বসেছে গেরুয়া ফলক । এমন ঘটনায় নাম জড়িয়েছে বীরভূম রামপুরহাটের বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহার। এই অপকীর্তির জেরে অবশ্য প্রশ্ন উঠছে, একজন বিধায়কের কি কোনও রাস্তার নাম বদলে দেওয়ার অধিকার আছে?

রামপুরহাট পুরসভার পাঁচমাথা মোড় থেকে ঝনঝনিয়া পুল পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা বহু কাল থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস রোড নামে পরিচিত। রাস্তায় এখন দেখা যাচ্ছে শ্যামাপ্রসাদের নামাঙ্কিত গেরুয়া বোর্ড। অনুষ্ঠানের ছবিতে বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহার পাশেই দেখা যাচ্ছে রামপুরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকতকে। তিনি অবশ্য সংবাদমাধ্যমকে জানাচ্ছেন, রাস্তার নাম বদলের কোনও অনুমতি পুরসভা দেয়নি। বিজেপির তরফে রাস্তার নাম বদলের একটি আবেদন পুরসভায় জমা পড়লেও বোর্ড তাতে অনুমোদন দেয়নি। তার আগেই বিধায়ক রাস্তার নাম বদলে দিয়ে বোর্ড বসিয়ে দিয়েছেন। তবে এখনও পর্যন্ত ওই রাস্তার ধারে বহু দোকানে এবং সরকারি সমবায় সংস্থার বোর্ডে লেখা 'নেতাজি সুভাষ রোড'।

বাংলার বীর নায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর কি এই অপমান প্রাপ্য?

আসলে বিজেপির বিধায়ক হয়তো বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত নন। চেয়ারম্যান পাশেই ছিলেন। আসলে বিজেপি ও আরএসএসের উদ্দেশ্য হল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস থেকে শুরু করে বহুত্ববাদী সংস্কৃতির ইতিহাসকে মুছে ফেলা। নিজেদের মতো ইতিহাস রচনা করা। এই কীর্তি তারই সাম্প্রতিকতম প্রকাশ।

উল্লেখ্য, ভোটচুরি করে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটানো হয়েছে মাস তিনেক আগে। বিজেপি সরকার আসার পর দিকে দিকে ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। এবার শ্যামাপ্রসাদের জন্ম ও মৃত্যুদিন ঘটা করে পালিত হয়েছে রাজ্য জুড়ে। আর এই আবহে বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা হচ্ছে সর্বত্র।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে তৈরি দল ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যদের 'গুন্ডা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ, তাদের মূল্যায়নে সুভাষ চন্দ্র গুন্ডাদের সর্দার।

সুভাষের শ্যামা বিরোধী অবস্থানের কথা শ্যামাপ্রসাদ নিজেই ডায়েরিতে লিখে গিয়েছেন, "সুভাষচন্দ্র আমার সাথে দেখা করেন এবং বলেন, হিন্দু মহাসভা যদি বাংলায় রাজনৈতিক সংগঠন হিসবে মাথাচাড়া দিতে চায়, তবে সেটা জন্মের আগেই গুঁড়িয়ে দিতে বাধ্য হব, যদি বলপ্রয়োগ করতে হয়, তা হলে সেটাই করব।"

আমাদেরও সেই চেষ্টা করার দিন সমাগত।

নইলে, বাঙালি জাতি এবং তাঁদের ভালোবাসার দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু, কাউকেই বাঁচানো যাবে না।

জয় হিন্দ!
জয় বাংলা!!

এসএসসিতে যোগ দিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের তিন প্রতিনিধি এবং আইআইএম কলকাতার এক অধ্যাপক। সদস্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন প্রফেসর রাম্য তারাকাদ ভেঙ্কটেশ্বরনও

'শর্তের' গেরোয় উৎসবের আনন্দ কাড়তে উদ্যত বিজেপি

সরকারি প্রকল্পের পর এবার কোপ দুর্গাপুজোর অনুদানে!

প্রতিবেদন : লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-স্বাস্থ্যসাথী থেকে শুরু করে জনমুখী সরকারি প্রকল্পগুলোতে আগেই কাঁচি চালিয়েছে জনবিরোধী বিজেপি সরকার। এবার তাদের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজোর ওপর! আগামী অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই পুজো। মে মাসে ক্ষমতায় আসার পর এটাই রাজ্যের নতুন সরকারের প্রথম শারদোৎসব। আর সেই উৎসবের প্রাক্কালেই নিজেদের আসল রূপটি প্রকাশ করে দিল তারা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানার মতো রাজ্যের সব পুজো কমিটিকে আর আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে না। এই নির্মম ঘোষণার পরেই কার্যত মাথায় হাত পড়েছে রাজ্যের হাজার হাজার পুজো উদ্যোক্তাদের। উৎসবের মুখে এ যেন এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা!

রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, কেবল 'বাছাই করা' এবং 'প্রয়োজন আছে' এমন পুজো কমিটিগুলোকেই নাকি অনুদান দেওয়া হবে। নবান্ন সূত্রে খবর, ১০ লক্ষ টাকার নিচে বাজেটের পুজো কমিটিগুলোকে অনুদান দেওয়ার একটি টোপ সামনে রাখা হচ্ছে। কিন্তু এই 'বাছাই'-এর আসল উদ্দেশ্য কী? এটা বুঝতে কোনও রকেট সায়েন্স লাগে না যে, এর আড়ালে

লুকিয়ে আছে হাজার হাজার পুজো কমিটিকে আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত করার এক সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ছক। 'প্রয়োজন' আর 'শর্তের' দোহাই দিয়ে সরকার আসলে উৎসবের ফান্ডে কোপ বসাতে চাইছে। যে ছোট ও মাঝারি পুজো কমিটিগুলোর কাছে সরকারি অনুদানটুকু ছিল উৎসব আয়োজনের অন্যতম মূল ভরসা, আজ তাদেরই পথে বসানোর বন্দোবস্ত করা হল। আজ যাঁরা আর্থিক শৃঙ্খলার বড়াই করছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত, ২০২০ সালে করোনা মহামারীর ভয়াবহ লকডাউনের সময় যখন পুজো কমিটিগুলো চরম আর্থিক সংকটে ধুঁকছিল, তখন তৎকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারই প্রথম মানবিকতার খাতিরে ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সেই অনুদান ধাপে ধাপে বেড়ে ২০২৫ সালে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকায় পৌঁছেছিল। পুলিশের অনুমোদন থাকা সমস্ত পুজো কমিটি এই টাকা পেত, যার ফলে পাড়ায় পাড়ায় উৎসবের আমেজ টিকে ছিল। সেই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ছিটেফোঁটাও বর্তমান সরকারের নেই। উল্টে, মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেই শুভেন্দু অধিকারীর দম্ভোক্তি—সবাইকে টাকা দেওয়া হবে না।

এই তুঘলকি সিদ্ধান্ত শুধু পুজো কমিটিগুলোর ওপর আঘাত নয়, আঘাত বাংলার সংস্কৃতির ওপর। এই সরকারি অনুদানের টাকায় হাজার হাজার মৃৎশিল্পী, ঢাকি, মণ্ডপশিল্পী, ডেকোরেটর ও প্রান্তিক খেটে খাওয়া মানুষের রুটিরুজি জড়িয়ে থাকে। অনুদানে এমন নির্মম কাটছাঁট করার অর্থ হল উৎসবের দিনে সেই গরিব মানুষদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া। দুর্গাপুজোতেও এমন নির্মম 'বিধি-নিষেধের গেরো' চাপিয়ে নতুন সরকার প্রমাণ করে দিল, জনকল্যাণ বা বাংলার সংস্কৃতি—কোনওটাতেই তাদের বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা নেই। পুজোর আনন্দে কোপ বসিয়ে সাধারণ মানুষের উৎসবকে ফিকে করে দেওয়ার এই নির্লজ্জ রাজনীতির জবাব বাংলার মানুষ ও পুজো উদ্যোক্তারা মনে রাখবেন।

পুরসভায় ওয়ার্ড-সংখ্যাবৃদ্ধি বিধানসভায় সংশোধনী বিল

প্রতিবেদন : কলকাতা ও হাওড়া— রাজ্যের দুই বৃহৎ পুরনিগমেই নির্বাচিত কাউন্সিলরের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৮০ এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৮০ সংশোধনের জন্য পৃথক সংশোধনী বিল প্রকাশিত হয়েছে সরকারি গেজেটে। দুই ক্ষেত্রেই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্বাচিত কাউন্সিলরের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুযায়ী, কলকাতা পুরসভায় নির্বাচিত কাউন্সিলরের সংখ্যা বর্তমান ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৯ করা হবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধারাগুলিতেও ১৪৪-এর পরিবর্তে ২০৯ কাউন্সিলরের উল্লেখ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সরকারের দাবি, ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যা, বসবাসের ধরন, ভৌগোলিক পরিস্থিতি এবং কর্পোরেশনের আর্থিক বিষয় বিবেচনায় রেখেই এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, হাওড়া পুরসভাতেও নির্বাচিত কাউন্সিলরের সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৬৮ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে। ৭ অগাস্ট প্রকাশিত দ্য হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬-এ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৮০-এর ৫ নম্বর ধারায় সংশোধনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সেখানে বর্তমান 'ফিফটি ইলেক্টেড কাউন্সিলরস'-এর পরিবর্তে 'সিক্সটি-এইট ইলেক্টেড কাউন্সিলরস' বসানোর কথা বলা হয়েছে। উপধারাগুলিতেও একই সংশোধনের প্রস্তাব রয়েছে। হাওড়ার ক্ষেত্রেও সরকারের যুক্তি, ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যা, বসতিপূর্ণ এলাকার চরিত্র, ভৌগোলিক অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থিক বিষয় বিবেচনায় রেখে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনেই এই সংশোধনী আনা হয়েছে।

কলকাতা-হাওড়া

দুই পুরসভার ক্ষেত্রেই সংশোধনী বিল গেজেটে প্রকাশিত হলেও আইন কার্যকর হওয়ার দিন এখনও নির্ধারিত হয়নি। গেজেটে স্পষ্ট করা হয়েছে, রাজ্য সরকার পরবর্তী সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে দিন ঘোষণা করবে, সেই দিন থেকেই সংশোধিত আইন কার্যকর হবে। ফলে আসন্ন পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কলকাতা ও হাওড়া— দুই পুরনিগমেই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস এবং জনপ্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধির পথ কার্যত প্রশস্ত হল। সংশোধনী বিলগুলি আইনে পরিণত হয়ে কার্যকর হলে নতুন ওয়ার্ড বিন্যাসের ভিত্তিতেই আগামী পুরভোট আয়োজনের সম্ভাবনা তৈরি হবে।

মন্ত্রীর বৈঠকে ঘাড় ধাক্কা জুটল বিজেপি নেতাদের

ছবি তুলতে সাংবাদিকদের বাধা-শাসানি

সংবাদদাতা, হাওড়া : উলুবেড়িয়া পুরসভা পরিদর্শনে গিয়ে বিতর্কে জড়ালেন পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। পুরসভা পরিদর্শন থেকে প্রশাসনিক বৈঠক, এমনকী মধ্যাহ্নভোজের— সর্বত্রই অভিযুক্ত ঠিকাদারকে মন্ত্রীর পাশে দেখা যাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীদের একাংশ। অভিযোগ, বিষয়টি জানতে চাইলে তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বিজেপি নেতাদের বাইরে বের করে দেন মন্ত্রী। এমনকী সাংবাদিকরা ঘটনার ছবি তুলতে গেলে তাঁদেরও বাধা ও শাসানি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ, ওই ঠিকাদারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং বিজেপি কর্মীদের মারধরের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এখন মন্ত্রী সেই অভিযুক্তকেই সঙ্গে রেখেছেন। বিজেপির নেতা-কর্মীদের মূল্য তাঁর কাছে নেই।

বিজেপি নেতা-কর্মীদের দাবি, মন্ত্রী যে রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্নভোজ করতে যান, সেখানেও ওই ঠিকাদার তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অভিযোগ, বিষয়টি মন্ত্রীকে জানাতে গেলে নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন। ঘটনার ছবি তুলতে গেলে সাংবাদিকদের সঙ্গেও নিরাপত্তারক্ষীরা দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। কয়েকজন সাংবাদিকের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। মন্ত্রী নিজেও সাংবাদিকদের শাসান। বিজেপি সরকারের মন্ত্রীর এই দুর্নীতিপরায়ণ ঠিকাদার যোগ নিয়ে এখন সরগরম উলুবেড়িয়া।

শুভেন্দুর মামলা প্রত্যাহার নিদান এসপিকে, প্রশ্ন

প্রতিবেদন : মুখোশ খসে পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তিনি দিলেন স্বৈরাচারী নিদান। এসপিকে নির্দেশ দিলেন মিথ্যা মামলায় যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদের অবিলম্বে মুক্তি দিন। কেশপুরে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করুন। প্রশ্ন উঠেছে, তদন্ত বা বিচারের তোয়াক্কা না করেই তিনি কী করে বাতলে দিলেন ভুয়ো মামলায় গ্রেফতারির কথা। তিনি কী করে জানলেন মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল অভিযুক্তদের?

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ বলার জন্য অনেক মানুষ অত্যাচার সহ্য করেছে। এসপিকে বলছি, এই সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করবেন। ২০২৪ সালে কেশপুরে আমাকে সভা করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। কিছুই ভুলিনি। ওই বাধা দেওয়ার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই জোড়া নিদান নিয়েই এখন বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

নতিস্বীকার, সাদা রং ফিরল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে

প্রতিবেদন: বিজেপির প্রতিশ্রুতিই যে সার, খাতায়-কলমে যে তা বাস্তবায়িত হয় না সেই প্রমাণ মিলছে বারবার। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস ভবনে গেরুয়া রং করা হলে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে পারলে শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রয়ে গেছে সেই তিমিরেই। এবার তাই নিজেদের উদ্যোগেই ঐতিহ্যশালী এই ভবনকে সাদা রঙে মুড়ে দিলেন শিল্পী ও কলাকুশলীরা। মঙ্গলবার গেরুয়া রং করা অংশ সাদা করে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব চন্দন সেন, নাট্যকর্মী বিমল চক্রবর্তী, সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য-সহ অনেকে।

এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাট্যকর্মী বিমল চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। এটি বহু দিনের পুরনো শিক্ষার ও সংস্কৃতির জায়গা। শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে এখানে নাটক পরিচালিত হয়েছে। সেই জায়গায় হঠাৎ করে 'আগ্রাসন' চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা মেনে নেওয়া যায় না। বিমল চক্রবর্তীর অভিযোগ, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। তাঁর কথায়, এখানে

এসে হঠাৎ করে আগ্রাসন চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। একটা সরকার সবে মাত্র এসেছে, তাঁরা এসেই এসব করছে। বিজেপির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি নেতৃত্ব একদিকে বলছে, এই কাজের সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই। আবার অন্যদিকে এই রং কেন করা হবে না, সেই প্রশ্নও তুলছে। গেরুয়া রং পরিবর্তন করে দেওয়ার আশ্বাস আগে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেলেও কোনও পদক্ষেপ হয়নি। তাই আর অপেক্ষা না করে শিল্পী ও কলাকুশলীরাই রং বদলের সিদ্ধান্ত নেন। বিজেপি সব কিছুতেই নিজেদের ধর্মের এবং রাজনীতির রঙ লাগাতে চায়। যাঁরা বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি বোঝেন না, তাঁরা জোর করে গেরুয়া রং চাপাতে এসেছিলেন। কিন্তু সেই অভিসন্ধিকে প্রতিহত করে আবার সাদা রং ফিরিয়ে এনেছেন।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সার্ভিস কোটায় স্নাতকোত্তরে ভর্তি নিয়ে সাসপেন্ড হওয়া ডাঃ অভীক দে-র বিরুদ্ধে তদন্ত। চার সদস্যের কমিটি গঠন স্বাস্থ্য দফতরের। ডিরেক্টরেট অফ মেডিক্যাল এডুকেশনের নির্দেশিকা জারি

৩১ অগাস্ট পর্যন্ত পদক্ষেপ নয়

প্রতিবেদন : ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। মঙ্গলবার স্পষ্ট জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন অভিষেকের আইনজীবী সওয়াল করেন, তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করা সত্ত্বেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হেনস্থা করা হচ্ছে। আদালত সবদিক খতিয়ে দেখে এই রক্ষাকবচের মেয়াদ ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানান, যদি অন্তর্বর্তী নির্দেশ কিংবা রক্ষাকবচ না দেওয়া হয়, তা হলে এর আগে ডিজে বাজানোর জন্য যে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে তা অর্থহীন হয়ে যায়। ২৫ অগাস্ট মামলার পরবর্তী শুনানি।

আমজনতার পকেট কাটতে ব্লু প্রিন্ট তৈরি
জল জীবনেও কর আনছে বিজেপি

প্রতিবেদন : বাংলার মানুষের জল পাওয়ার অধিকারের ওপর এবার নতুন করে করের বোঝা চাপানোর ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। মোদি সরকার 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পকে হাতিয়ার করে সাধারণ মানুষের পকেট কাটার এই নতুন ষড়যন্ত্র করছে। জনপ্রতি প্রতিদিন জলের পরিমাপ বেঁধে দিয়ে ৫৫ লিটার করা হয়েছে। সেই পরিকল্পনা মতে পশ্চিমবঙ্গের পরিসংখ্যান এ বছরে নাগরিকদের থেকে ৪৭৯ কোটি টাকা তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র। মেইনটেনেন্স খরচ বলে এই টাকা নিজেদের পকেটে পুড়তে চাইছে তারা। সেক্ষেত্রে পরিবার পিছে ৪০ থেকে ৮০ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। জল জীবন মিশনের নামে গ্রামে গ্রামে জল সংযোগ দেওয়ার পর, এবার সেই জলের ওপর চড়া হারে জলকর চাপানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। যে প্রকল্পের ঢাক পিটিয়ে বিজেপি প্রচার চালায়, তার আসল উদ্দেশ্য যে আসলে সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি করের বোঝা চাপানো, তা এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। একদিকে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রোল-ডিজেলের দামের ছ্যাঁকা, আর অন্যদিকে এখন মানুষের মুখে এক ফোঁটা জল দেওয়ার বিনিময়েও পকেট কাটার বন্দোবস্ত পাকা করছে মোদী সরকার। মধ্যবিত্ত থেকে প্রান্তিক শ্রেণি—অর্থ নেওয়ার পোশাকি নাম 'অপারেশন অ্যান্ড মেন্টেনেন্স' আবার এই ৪০ থেকে ৮০ টাকা বাড়ানোর ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছে মোদি সরকার। সম্প্রতি সংসদে কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সি আর পাতিলের ডাকা রাজ্যওয়াড়ি জনপ্রতিনিধিদের বৈঠকে আপত্তি করেছেন তৃণমূলের উলুবেড়িয়ার সাংসদ সাজদা আহমেদ। বৈঠকে প্রশ্ন তোলেন সাজদা আহমেদ। বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষেও কেন্দ্রের ৫ হাজার ৫০ কোটি টাকা দেওয়ার দায়িত্ব থাকলেও কেন দেওয়া হয়েছিল ২ হাজার ৫২৫ কোটি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সি আর পাতিল। পশ্চিমবঙ্গের পুর এলাকার বাইরে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৯৮ বাড়ি রয়েছে। তার মধ্যে ট্যাপ ওয়াটার সরবরাহ হয়েছে ৯৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৫টি বাড়িতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার ৩৯১ কোটি টাকা দিলেও মোদি সরকার এক পয়সাও দেয়নি। এখন নিজেদের পকেট ভরাতে কেন্দ্র সরকার ঠিক করেছে, রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতায় বাড়ি বাড়ি যাবে জল। কিন্তু সাধারণের জন্য এটা একটা অশনি সংকেত। এখন থেকে জল ব্যবহার করলে দিতে হবে টাকা।

খরচের অনুমতি

(প্রথম পাতার পর) কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৯ জুলাই নির্দেশে বলেছিলেন, দৈনন্দিন কাজ চালানোর জন্য পার্টির তিনটি অ্যাকাউন্টের টাকা ব্যবহার করতে পারবে তৃণমূল কংগ্রেস। এই কারণে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে কোর্ট অফিসার নিযুক্ত করা হয়। তিনিই দৈনন্দিন খরচের ছাড়পত্র দেবেন। সুপ্রিম কোর্ট এই রায়কেই মান্যতা দিয়ে তৃণমূলের দৈনন্দিন খরচের সমস্যা মেটাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

মঙ্গলবার তৃণমূলের পক্ষে সওয়াল করেন কপিল সিবাল। শুনানির শুরুতেই তৃণমূলের দল চালাতে মাসিক কত খরচ হয়, সেই খতিয়ান তুলে ধরে বলেন, ইডির দায়ের করা মামলা অনুযায়ী, 'প্রসিড অফ ক্রাইম'-এর পরিমাণ ৬০ কোটি টাকা। কিন্তু তারা ব্যাঙ্কে ৪০০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করে রেখেছে। কেন সব টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে? তৃণমূল তাদের কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছে না। তৃণমূল কংগ্রেসের মোট আড়াইশো জন কর্মচারী আছেন, যাঁদের দু-মাস বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি। মাইনে-সহ অন্যান্য খরচ মিলিয়ে মোট ৫৩ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা প্রয়োজন। এছাড়াও অফিসের কাজ চালানোর জন্য ও কর্মচারী এবং সিকিউরিটি এজেন্সিকে চুক্তিভিত্তিতে টাকা দেওয়ার কথা। দলের ১৭টি অফিস মিলিয়ে মাসে এক কোটি টাকার খরচ আছে। নির্বাচনের সময় যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের টাকা দেওয়া এখনও বাকি। কপিল অভিযোগ করেন, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, প্রতিদিনের কাজ চালানোর জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিকে স্পেশাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করে কিছু টাকা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। যখনই কলকাতা হাইকোর্ট এই অ্যাকাউন্ট ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে অন্তর্বর্তিকালীন নির্দেশ দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে, তখনই এই তিনটে অ্যাকাউন্টকেও নতুন করে ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। শীর্ষ আদালতে তৃণমূলের পক্ষে সওয়াল করেন অভিষেক মনু সিংভি এবং মানেকা গুরুস্বামীও। আরও চারটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার পুলিশি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তৃণমূল হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। তৃণমূলের বক্তব্য, সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত এফআইআরের ভিত্তিতে অ্যাকাউন্টগুলি ফ্রিজ করা হয়। এগুলি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট। বেআইনি লেনদেনের কোনও প্রমাণ নেই। আজ, বুধবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যর এজলাসে মামলার শুনানি।

বাংলায় কথা, মহিলাকে পাঠানো হল বাংলাদেশে

প্রতিবেদন : শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে ভারতের একজন বৈধ নাগরিককে বাংলাদেশে জোরপূর্বক পুশব্যাক করার এক চাঞ্চল্যকর ও অমানবিক ঘটনা ঘটেছে বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রে। নভি মুম্বইয়ের সানপাদায় বসবাসকারী ৪০ বছর বয়সী ভারতীয় মহিলা সাহিদা ফকিরকে পুলিশ আটক করে তড়িঘড়ি সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড এবং জমির বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও কোনও আইনি প্রক্রিয়ার তোয়াক্কা না করে এই পদক্ষেপ নেওয়ায় তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। ১৯৮৮ সালে উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপদহ গ্রামে জন্ম হয় সাহিদার। পড়াশোনাও সেখানেই। সাহিদার বাবা-মায়ের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকাতেও ছিল। সেই সমস্ত নথি জমা দিয়েছেন তাঁর স্বামী জুম্মান ফকির। কিন্তু সেগুলি যথেষ্ট নয় বলে জানানো হয় এবং সাহিদার বাবা-মায়ের জন্মের শংসাপত্র চাওয়া হয়।

গত ১৮ জুলাই রাতে সাহিদা ফকির যখন স্থানীয় বাজারে রাতের রান্নার জন্য সবজি কিনতে যান, তখন নভি মুম্বই পুলিশ তাঁকে 'অনুপ্রবেশকারী' সন্দেহে তুলে নিয়ে যায়। মাত্র তিন দিনের মধ্যে তাঁকে অসমে নিয়ে গিয়ে সীমান্ত পার করে দেয়। বর্তমানে সাহিদা বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় একটি স্থানীয় পরিবারের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন, আর তাঁর স্বামী ও দুই সন্তান ভারতে চরম উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। প্রায় ২০ বছর ধরে মুম্বইয়ে থাকা এক স্থায়ী বাসিন্দাকে রাতারাতি তাঁর নাবালক সন্তান ও স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার এই ঘটনাকে 'রাষ্ট্রীয় বর্বরতা' ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বরূপনগরের বাসিন্দা সাহিদার পরিবার এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলি এই বেআইনি পুশব্যাকের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। বিজেপি যখন কথায় কথায় 'বাঙালি অস্মিতা'র কথা বলে, তখন বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেই কেন বাংলা ভাষাকে 'অনুপ্রবেশের প্রমাণ' হিসেবে ব্যবহার করে ভারতীয় নাগরিকদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে?

এবার কি বিদায় নেবে বর্ষা?

প্রতিবেদন : বঙ্গোপসাগরের উপর থেকে কমতে শুরু করেছে মেঘের আস্তরণ। এমনই চিত্র ধরা পড়েছে স্যাটেলাইটে। এর পরেই প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি কমবে বৃষ্টির পরিমাণ? এল নিনোর প্রভাবেই কি এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হল? বর্ষা কি সময়ের আগেই বিদায় নেবে? যদিও এই সব প্রশ্নে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির দাপট কমবে না। বরং বুধবার থেকে ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপের জোড়া ফলায় বৃষ্টি বাড়বে। হলুদ সতর্কতাও জারি করা হয়েছে বেশ কয়েকটি জেলায়। ১৬ অগাস্টের মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গ-সহ পূর্বভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, বঙ্গোপসাগরের উপর আবহাওয়ার পরিস্থিতি যা রয়েছে তাতে আগামীতে দেশের স্থলভাগে জলীয় বাষ্পের প্রবাহ কিছুটা দুর্বল হওয়ারই কথা। এর ফলে বর্ষায় হঠাৎ বিরতি আসতে পারে।

হালিশহরে নেত্রীর ওপরে হামলার প্রতিবাদে মধ্য হাওড়ার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের প্রতিবাদ। নেতৃত্বে হাওড়ার ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ডুমুরজলায় তৃণমূল নেতা পিন্টু মণ্ডল।

নেতাজির অপমান মানব না

(প্রথম পাতার পর) বীর সৈনিকদের। ১১ অগাস্ট ক্ষুদিরাম বসুর মৃত্যুদিন। এদিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নেতাজিকে অসম্মান করতে দেব না। নেতাজি স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে বড় নেতা। আর তাঁকেই বিজেপি অপমান করে চলেছে! গালি দিয়ে চলেছে! আমরা এই অপমানের প্রতিবাদ জানাই। দেশের স্বাধীনতায় নেতাজি সুভাষচন্দ্রের অবদান ভোলার নয়। আমরা তা কোনও দিন ভুলব না। যাঁরা আমাদের দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা সবাই আমাদের প্রণম্য, সবাই শ্রদ্ধেয়। তাদের অপমান দেশের অপমান, দশের অপমান। আমরা মানব না নেতাজির অপমান। সুভাষবাদ, গান্ধীবাদের নামে স্লোগান তুলেই তাঁদের সেই অপমানের জবাব দেব।

তৃণমূল মুখপাত্র তথা বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, নেতাজিকে অপমান করা হচ্ছে বেশ কয়েক দিন ধরে। মূলত বিজেপির এক নেতা অপমান করে চলেছেন। তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গরাও অপমান করছে। এর জন্য বিজেপি কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কোনও নিন্দাও নেই কারও মুখে। কাউকে সেন্সর করছে না। নেতাজিকে ভারতের বুকে, বাংলার বুকে যেভাবে অপমান করা হচ্ছে, তার প্রতিবাদে আমরা আজ নেতাজিকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালাম। নেতাজিকে অপমানে বিজেপি কোনওরকম বিবৃতি দিচ্ছে না, তার মানে তারা বিষয়টাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এই কর্মসূচি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। নেতাজিকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানিয়ে সেই প্রতিবাদ জানালাম।

বিজেপির হামলা

(প্রথম পাতার পর) এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় সর্বত্রই। এদিন সকাল থেকেই তৃণমূল ভবনে ক্ষুদিরাম বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং সম্প্রতি নেতাজিকে নিয়ে করা চরম অবমাননাকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। দুপুরের দিকে অতর্কিতে একদল বিজেপি-আশ্রিত গুন্ডাবাহিনী সেখানে চড়াও হয়। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা তৃণমূলকর্মীদের উপর হামলা করে। বাধা দিতে গেলে দলের কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে একপ্রকার হাতাহাতি হয়। এই হামলায় বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর আহত হন। এই হামলা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কিংবা শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর মতো বাঙালি আবেগের ধারক ও বাহকদের সম্মান জানাতে ব্যর্থ বিজেপি এখন হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে। সংস্কৃতির নামে যারা প্রতিনিয়ত বাংলার ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করছে, এই হামলা তাদের সেই দেউলিয়া মানসিকতারই প্রমাণ। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণসভাকে রক্তক্ষয়ী রণক্ষেত্রে পরিণত করার এই ঘৃণ্য রাজনীতিকে বেছে নিয়েছে বিজেপি।

তৃণমূলের আইটি সেল-এর ইনচার্জ উপাসনা চৌধুরী পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, পূর্বঘোষিত কর্মসূচিতে তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছিলেন। সেসময় বিজেপির দুষ্কৃতীরা এসে হামলা চালায়। পুলিশ তাঁদের প্রোটেকশন না দিয়ে বরং বিজেপির সেই দুষ্কৃতীদের সামলাতেই ব্যস্ত ছিল। বিজেপির এই দুষ্কর্ম তাদের ভয়ের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। বিজেপির এই কর্মকাণ্ড দেখলেই বোঝা যাচ্ছে তারা তৃণমূলকে ভয় পেয়ে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে এইসব কাজ করছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী বলেন, প্রতি মঙ্গল ও শনিবার আমার ঘোষিত কর্মসূচি থাকে। বিজেপি ভয় পেয়েছে বলেই আমাদের কার্যালয়ের সামনে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ করছে। তাঁর প্রশ্ন, তৃণমূলের ছাত্র-যুবরা তো বিজেপির অফিসের সামনে যায় না। তাহলে বিজেপির এত মাথাব্যথা কেন। এভাবে তৃণমূলকে দমানো যাবে না। এই সব ওদের ভয়ের বহিঃপ্রকাশ।

ট্রেনের প্রতিবন্ধী কামরা থেকে উদ্ধার এক শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবক! ভিক্ষাবৃত্তির জন্য তাঁকে ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। মালদহ টাউন স্টেশনে অভিযান চালিয়ে ওই যুবককে উদ্ধার করল রেল পুলিশ।

জনতার তাড়া খেয়ে ফিরে যেতে হল বেইমান জগদীশকে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : রাতের অন্ধকারে সকলের আড়ালে চোরের মতো নিজের বাড়ি ঢুকে ছিলেন বেইমান জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও ছিলেন। ভেবেছিলেন এলাকার বাসিন্দারা জানতে পারবেন না, টেরও পাবেন না। ফের চোরের মতো পালিয়ে যাবেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। তৃণমূলের প্রতীকে জিতে এলাকার মানুষকে ঠকিয়ে ভোটের ফলের পর আচমকা শিবির বদলের ফল হাতেনাতে পেলেন তাঁরা। খবর পাওয়ামাত্রই কোচবিহারের সিতাইয়ে তাঁর বাড়ি ঘেরাও করেন এলাকার বাসিন্দারা। কেন বেইমানি করলেন? প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। বিজেপি-বিরোধী ভোট পেয়ে নির্বাচনে জেতার পর নিজের আখের গোছাতে সেই বিজেপিকে সমর্থন করা তৃণমূলত্যাগী সাংসদ বিধায়কদের মেনে নিতে পারছেন না আমজনতা। এই তালিকায় রয়েছেন কোচবিহারের সাংসদও। পুরোপুরি জনবিচ্ছিন্ন এই নেতাকে 'গদ্দার', 'বেইমান' আখ্যা দিয়েছেন তাঁর এলাকার বাসিন্দারা। বিধানসভা নির্বাচনে জেলার সিতাই আসনে একমাত্র জয় পেয়েছিল শাসকদল তৃণমূল, তবে জয়ের পর থেকে বিধায়ক সঙ্গীতা রায়কে এলাকায় দেখা যায়নি। দলের কঠিন সময়ে কেন তিনি পাশে নেই, সে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। মমতাপন্থী তৃণমূলের তরফে বারবার দাবি করা হয়েছে যে এই ধরনের সাংসদেরা নিজের এলাকায় মানুষের কাছে যেতে পারছেন না। সেকথা যে একশো শতাংশ সত্যি তা বোঝা গেল সোমবার রাতেই। জনপ্রতিনিধি দম্পতি ফিরতে পারেন সে খবর পেতেই দুপুর থেকেই সিতাই এলাকায় চাপা উত্তেজনা ছিল। সন্ধ্যার পর থেকেই সাংসদের বাড়ির আশপাশে পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। রাত একটা নাগাদ জগদীশের পৌঁছোনোর খবর ছড়িয়ে পড়তেই, তাঁর বাড়ির সামনে ভিড় জমতে শুরু করে। তাঁকে ঘিরে রীতিমতো বিক্ষোভও দেখান এলাকাবাসী। একের পর এক প্রশ্নবাণ ধেয়ে আসে তাঁদের দিকে। শুধু তাই নয়, তৃণমূলের প্রতীকে জিতে গদ্দার বিজেপির সঙ্গে কেন হাত মেলালেন? এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় তাঁদের। জনরোষ ও স্লোগান-বিক্ষোভের মুখে পড়ে রাত ২টো নাগাদ কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় এলাকা ছাড়তে বাধ্য হলেন বিধায়ক সঙ্গীতা রায় ও কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বসুনিয়া। সকালেও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। জানা গিয়েছে, সোমবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় সিতাই বাজারের বাড়িতে ফেরেন সাংসদ ও বিধায়ক। তাঁদের বাড়ি ফেরার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাড়ির সামনে এবং সিতাই বাজার এলাকায় জড়ো হন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। শুরু হয় বিক্ষোভ। ওঠে 'চোর চোর' স্লোগান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। রাত প্রায় ২টো নাগাদ ফের পুলিশি পাহারায় সিতাই ছাড়েন জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ও সংগীতা রায়। নির্বাচনের পর থেকেই তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয়। তাঁরা এনসিপিআইএ-র দিকে ঝুঁকেছেন বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়। এর পরেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাতের ছবি এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের ছবি ও ভিডিও সামনে আসে। এরপর থেকেই জনগণের মনে ক্ষোভ বাড়ে।

বেইমানের বাড়ির সামনে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

টেন্ডার নেই, তবুও চলছে টাকা তোলা সেবক রোডের পার্কিং প্রশ্নের মুখে

নিত্যদিনের সমস্যা নিয়ে চলছে ঝামেলা।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : সেবক রোডে গাড়ি পার্ক করলেই দিতে হচ্ছে পার্কিং ফি। রসিদে রয়েছে শিলিগুড়ি পৌর নিগমের নাম। কিন্তু এখানেই উঠছে বড় প্রশ্ন। অভিযোগ, বর্তমানে এই পার্কিং পরিচালনার জন্য কোনও বৈধ টেন্ডারই নেই। তা হলে কোন অধিকারে আদায় করা হচ্ছে টাকা? আর সেই অর্থই বা শেষ পর্যন্ত কার হাতে যাচ্ছে? এই প্রশ্নেই সরগরম হয়ে উঠেছে এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের মার্চ মাস থেকেই সেবক রোডের এই পার্কিংয়ের জন্য নতুন করে কোনও টেন্ডার দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বর্তমানে কোনও সংস্থা বা ব্যক্তির এই পার্কিং পরিচালনার বৈধ অনুমতি নেই বলেই দাবি। অথচ প্রতিদিন আগের মতোই গাড়িচালকদের কাছ থেকে পার্কিং ফি আদায় করা হচ্ছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয়, অভিযোগ অনুযায়ী পার্কিং ফি আদায়ের ক্ষেত্রে এখনও শিলিগুড়ি পৌর নিগমের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের একাংশ মনে করছেন, তাঁরা সরকারি নিয়ম মেনেই টাকা দিচ্ছেন। কিন্তু টেন্ডার না থাকলে সেই অর্থ আদৌ পৌর নিগমের কোষাগারে জমা পড়ছে কি না, তা নিয়েই দেখা দিয়েছে বড়সড় সংশয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদি সত্যিই টেন্ডার ছাড়াই পার্কিং ফি আদায় হয়ে থাকে, তবে এর দায় কার? কার নির্দেশে এই অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে? বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট ব্যাখ্যার দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এখন নজর প্রশাসনের দিকে। অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখে দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য সামনে আনার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। একই সঙ্গে অবৈধভাবে টাকা আদায়ের অভিযোগ প্রমাণিত হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জোরালো হচ্ছে।

ফের ধস নেমেছে পাহাড়ি রাস্তায় দু'দিন পর পর ধসে বিপর্যস্ত এলাকা। বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ। এরই মধ্যে ফের দার্জিলিংয়ে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। পর্যটকদের সাবধান করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ির চাষিকে নিয়ে গেল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা

প্রতিবেদন : জিরো খতিয়ান জমিতে চাষ করতে গিয়ে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা তুলে নিয়ে গেল জলপাইগুড়ির চাষিকে। নাম দীপঙ্কর গোপ (৩৫)। জলপাইগুড়ির তসরপাড়ার বাসিন্দা। এরপর গত দু'দিন ধরে বিজিবির হাতেই বন্দি অবস্থায় দীপঙ্কর ছিলেন বলে খবর। এরপর বাংলাদেশের পঞ্চগড় থানার পুলিশের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হয় বলে জানা যাচ্ছে। সেই ছবি বাংলাদেশ সমাজ মাধ্যমে ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। দীপঙ্করের একটি ভিডিও সামনে এসেছে। যা নজর এড়ায়নি এপাড়ের নাগরিকদের।

বাবা মাখন লাল গোপ জানান, আমরা সবাই উদ্বিগ্ন। ছেলের চিন্তায় নাওয়া খাওয়া বন্ধ। একটাই চিন্তা, কবে ফিরবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও আশার আলো দেখছিনা। বিএসএফের থেকে আশ্বস্ত করা হচ্ছে। আমরা চাই ভারত সরকার পদক্ষেপ করে দ্রুত আমার ছেলেকে ফেরানোর ব্যবস্থা করুক।

পরিবারের অভিযোগ, ৯৬ ঘণ্টা কেটে গেলেও ছেলেকে ফেরানোর কোনও ব্যবস্থাই করে নি প্রশাসন। যতদিন যাচ্ছে উদ্বেগ তত বাড়ছে প্রশাসনের। আটক চাষির বৃদ্ধ বাবা মা মুখে খাবার তুলতে পারছেন না। তাঁরা অসুস্থ হয়ি পড়েছেন বলে পরিবারের বাকি সদস্যরা জানিয়েছেন।

গৃহস্থের বাড়ি দাপিয়ে জখম হয়ে গন্ডারের মৃত্যু

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

সঙ্গী গন্ডারের ঝামেলার হাত থেকে বাঁচতে, নিজের শাবক কে সঙ্গে নিয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ল একটি মাদী গন্ডার। মঙ্গলবার সাত সকালে ঘটনাটি ঘটেছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন ফালাকাটার কুঞ্জনগর এলাকায়। এদিন সকালে ওই এলাকার সুনীল সিনহার বাড়ির গেট খোলা পেয়ে গন্ডারটি ঢুকে যায় ভেতরে। ব্রাশ করতে করতে আচমকাই শাবক-সহ গন্ডারটিকে একেবারে ঘরের সামনে দেখতে পেয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় পুরো পরিবার। আর জঙ্গল ছেড়ে গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকেই ভাঙচুর চালাতে শুরু করে গন্ডারটি। একে একে উঠোনে থাকা সেলাই মেশিন, টিউবওয়েল, একটি কাঠের চৌকি ও দু'টি সাইকেল ভেঙে দেয়। পাশাপাশি বাড়ির কোণে থাকা একটি শৌচালয়ও ভেঙে দেয়। শৌচালয়ের পাকা দেওয়াল ও দরজা কোনো কিছুই আস্ত রাখেনি গন্ডারটি। এরপর যখন বাড়ির পাকা সীমানা প্রাচীর ভেঙে পাশের বাড়িতে ঢোকে গন্ডারটি, তখন বেশ খানিকটা জখম হয় সেটি। সেখানেও ভাঙচুর চালিয়ে, বাড়ির পেছনের বাঁশ বাগানে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে নিথর হয়ে পড়ে ওই মা গন্ডার। মায়ের ঐ অবস্থা দেখে শাবকটি ভয়ে পাশের একটি ঝোপে আশ্রয় নেয়। গন্ডারটির এই আচমকা মৃত্যুতে বিস্মিত বনকর্তারা। যদিও পরে দুটি কুনকি হাতি এনে জাল বিছিয়ে গন্ডার শাবকটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বন দফতর। এই বিষয়ে বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওঁরাও জানান, খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এতদিন দেখেছি বাইশন জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে ছোটাছুটির কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। কিন্তু আজ প্রায় একই ভাবে গন্ডারের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। তবে মৃত্যুর আসল কারণে ময়নাতদন্তের পরেই জানা যাবে।

মৃত গন্ডারটি দেখতে ভিড় জমান গ্রামের বাসিন্দারা।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

12 August, 2026 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

মন্তেশ্বরে দলীয় কর্মীদের হাতেই আক্রান্ত হলেন বিজেপি বিধায়ক!

সংবাদদাতা, বর্ধমান : প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। নিজের বিধানসভা এলাকাতেই সোমবার রাতে আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ক! ভাঙচুর করা হল তাঁর গাড়িও। পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরে। জানা গিয়েছে, নিজের বিধানসভা এলাকাতেই বিজেপি বিধায়ক সৈকত পাঁজার গাড়িতে হামলা হয়েছে। বিধায়ক গোষ্ঠীও পাল্টা বিক্ষোভ, ভাঙচুর করেছে বলে খবর। দলেরই বিরোধী গোষ্ঠীর বিক্ষোভের মাঝে পড়ে গিয়েছিলেন সৈকত। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আক্রান্ত বিধায়ককে উদ্ধার করে পুলিশ। কর্মীদের মধ্যে অশান্তির খবর পেয়ে সেখানে যেতেই হামলা ও হেনস্থা করা হয়েছে বলে দাবি সৈকতের।

বিক্ষোভকারীদের একাংশকে বলতে শোনা যায়, সৈকত পাঁজাই ঝামেলা লাগিয়ে পাশে সরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মন্তেশ্বরে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছিল বলে খবর। এবার তা প্রকাশ্যে চলে এল। গোলমাল মন্তেশ্বর বাসস্ট্যান্ডের কাছে হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মন্তেশ্বরে বিজেপির দুটো গোষ্ঠী। একটি বিধায়ক সৈকতের, অন্যটি প্রাক্তন যুব মোর্চার চিন্ময় রায়ের গোষ্ঠী। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যেই বিবাদ। চিন্ময়র অভিযোগ, বিধায়কের গোষ্ঠীর তরফে তাঁদের গোষ্ঠীর ছেলেদের উপর প্রথমে আক্রমণ করা হয়। এমনকী তাঁরা যখন থানার দিকে যাচ্ছিলেন সেই সময়েও তাঁদের উপর হামলা চালানো হয়। তাতে তাঁদের গোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন আহত হন। কর্মীদের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়।

অভিযোগ, এরই প্রতিক্রিয়ায় বিধায়ক সৈকত পাঁজার গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। গাড়ির সামনের এবং পিছনের কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। আর এর মূল পান্ডা চিন্ময়। গভীর রাতে বিধায়কের গাড়ি আটকানো হয়েছিল বলে খবর। ভোরবেলা পুলিশ এসে বিধায়ককে উদ্ধার করে। এই গোটা ঘটনায় মন্তেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক সৈকত পাঁজা জানিয়েছেন, দলীয় কর্মীদের একটি ঝামেলার খবর তিনি পেয়েছিলেন। কলকাতা থেকে ফিরছিলেন তিনি। ফিরতি পথেই ঘটনাস্থলে যান। সেই সময় গভীর রাতেই তাঁর গাড়ি আটকানো হয়। গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। গাড়ি ঘিরে চলছে থাকে বিক্ষোভ। যদিও সৈকত দলের গোষ্ঠীকোন্দল সম্পর্কে কিছু বলেননি। তার কথায়, কিছু দুষ্কৃতী তাঁর গাড়িতে হামলা চালায় তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে।

কেশপুরে সভায় শিউলিকে বিজেপি কর্মীদের গো-ব্যাক স্লোগান

সংবাদদাতা, কেশপুর : দলনেত্রীর সঙ্গে গদ্দারি করে বালিশ শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। সেটা শুধু তৃণমূল কর্মীরাই নন, বিজেপি কর্মীরাও যে ভালভাবে নিচ্ছেন না, তার হাতেগরম প্রমাণ মিলল পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরের মোহবনিতে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে। বিজেপির সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন বালিশ শিবিরে যোগদানকারী বিধায়ক শিউলি সাহা। তাঁকে সেখানে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল। বিজেপি কর্মী-সমর্থকরাই প্রশ্ন তুললেন বিজেপির অনুষ্ঠানে গদ্দার বিধায়ক উপস্থিত কেন। ক্ষুব্ধ কর্মীরা 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর উদ্দেশে বলেন, 'অনেক জ্বালিয়েছে, অত্যাচার করেছে'। রাজ্যে পালাবদলের পর নেত্রীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তৃণমূল বিধায়কদের একটা বড় অংশ বালিশ শিবিরে নাম লিখিয়েছেন। সেই শিবিরের অন্যতম মুখ শিউলি সাহা। কিন্তু এই গদ্দারি যে শুধু দলীয় কর্মীরাই নয়, বিজেপি কর্মী-সমর্থকরাও

ভালভাবে নিচ্ছেন না তারই প্রমাণ মিলল। এবার বিধায়ক শিউলিকে শুনতে হল 'গো ব্যাক' স্লোগান। ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যান শিউলি। সেখানে উপস্থিত এক বিজেপি সমর্থক মহিলা শিউলির উদ্দেশে চিৎকার করে বলেন, 'আমি উৎপল পাঁজার মা বলছি। শিউলি সাহা হটাও। উৎপল পাঁজার মা বলছি। আমাদের অনেক জ্বালিয়েছে, অনেক অত্যাচার করেছে। অনেক মেরেছে, অনেক গাল দিয়েছে। আমার স্বামীকে মেরে পঙ্গু করে রেখেছে। শুধু শুধুই লোক লাগিয়ে মেরেছে।'

এবার বিধানসভা নির্বাচনে কেশপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হন শিউলি। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকও করেন। পরে ওঁর ভূয়সী প্রশংসাও করেন। সেই সময়েই আগের সরকারের সমালোচনাও করেন। এদিন স্থানীয় বিধায়ক বিজেপির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এলে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরাই ক্ষোভ উগরে গো-ব্যাক স্লোগান দিতে থাকেন। বিক্ষোভের মুখে শিউলি রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

গায়ে জ্বালা, টানা পুকুরে ডুবে থাকে কিশোর

প্রতিবেদন : সারাদিন গায়ে অসহ্য জ্বালা। তাই প্রায় সারাক্ষণই পুকুরের জলে ডুবে থাকছে এক কিশোর। তাকে নিয়ে হয়রান গোটা পরিবার। এই রকম একটানা পাঁচ বছর ধরে জলেই কাটছে মুর্শিদাবাদের মানসিক ভারসাম্যহীন কিশোর ইকবাল শেখের। কখনও একটানা পাঁচদিন, কখনও সাতদিন এলাকার বিভিন্ন পুকুরে ভেসে বেড়ায় ইকবাল। শুধু দিনেই নয়, গভীর রাতেও পুকুরের গভীরে ডুবে থাকতে দেখা যায়। বেলডাঙার ফরাসপাড়ার ১৭ বছরের কিশোর ইকবাল শেখকে জল থেকে তোলাই দায়।

জানা গিয়েছে, জল থেকে উঠলেই শরীরে তীব্র জ্বালা অনুভব করে সে। তাই এরকম অস্বাভাবিকভাবেই বছরের পর বছর কাটছে। যদিও ইকবালের দাবি, তার উপর অশরীরী আত্মার প্রভাব রয়েছে। ইকবালের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঁচ বছর আগে থেকে তার স্বভাবে বদল শুরু হয়।

আগে এলাকার একাধিক পুকুরে ঘুরে ঘুরে সময় কাটাত। গত কয়েকমাস এলাকার একটি পুকুরেই টানা ডুবে থাকে ইকবাল। স্থানীয়রা চিঁড়ে-বিস্কুট দিলে তা খেয়েই জলে ভেসে থাকে। জল থেকে উঠে আসতে বললে শোনে না। তাকে বাড়িতে আটকে রাখাও সম্ভব হয় না। টানা জলে থাকায় হাত-পায়ের চামড়া সাদা হয়ে গিয়েছে। ঠান্ডা লেগে সর্দি-কাশিতেও ভুগছে সে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, এইভাবে থাকলে ইকবাল প্রাণে মারা পড়বে। তাই স্থানীয় বিধায়ক ভরতকুমার ঝাউ ও প্রশাসনের কাছে তার দ্রুত উন্নত চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

ঘটনাস্থলে চলেছে পুলিশ।

শক্তিগড়ে চাঞ্চল্য

চাষের জমিতে যুবতীর বিবস্ত্র দেহ, অদূরে এক প্রৌঢ়ের

প্রতিবেদন : চাষের জমি থেকে দু-দুটি মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য বর্ধমানের শক্তিগড়ে। প্রথমে চাষের জমিতে এক যুবতীর কাদামাখা নগ্ন দেহ দেখা যায়। আর তার একটু কাছেই পাওয়া গেল প্রৌঢ়ের লাশ! কীভাবে তাঁদের মৃত্যু হল, তা নিয়েই রহস্য দানা বাঁধছে। যুবতীর দেহ সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় পাওয়া যাওয়ায় রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, মহিলাকে কি ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে?

বৃষ্টির কারণে চাষের জমি জলকাদায় ভরা। সেই চাষের জমির ধারেই পড়েছিল যুবতীর সম্পূর্ণ বিবস্ত্র দেহ। আর তার কিছুটা দূরেই পড়ে ছিল এক প্রৌঢ়ের লাশ। তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গি ও জামা।

মঙ্গলবার বর্ধমানের শক্তিগড়ে জোড়া দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যুবতীর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। পুরুষটির আনুমানিক ৫৫ বছর। মুয়ে নদীর কাছে একটি চাষের জমিতে দেহ দুটি পড়ে ছিল। প্রথমে কৃষকদের চোখে পড়ে। তাঁরাই খবর দেন পুলিশকে। যুগলের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

কিন্তু ওঁদের মৃত্যু হল কী করে? যুবতীর দেহ নগ্ন অবস্থায় কেন? তিনি কি ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে? প্রৌঢ়ের মৃত্যু হল কী করে? দুজনের মধ্যে কি কোনও সম্পর্ক রয়েছে? ওঁদের দেহ একই জায়গায় পৌঁছল কীভাবে? এই রকম গুচ্ছ প্রশ্ন উঠছে। দেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডেবরায় সরকারি চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার মামলায় সিআইডি তদন্তের ডাক পেয়ে মঙ্গলবার সকালে ভবানী ভবনে গেলেন সুমিত রায়

আমার বাংলা
12 August, 2026 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

দীর্ঘদিন বেহাল পড়ে হাঁসখালি-আসাননগর রাস্তা

নতুন সরকার বারবার সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে কাজ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ মানুষ

প্রতিবেদন: হাঁসখালি থেকে আসাননগর যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দুটি ব্লকের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম এই রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ায় প্রতিদিনই চরম দুর্ভোগের মুখে পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে কৃষকেরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বর্তমান সরকারের আমলে রাস্তা সংস্কারের জন্য একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা বাস্তবে রূপ পায়নি। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বিভিন্ন অংশে খানাখন্দ তৈরি হওয়ায় যান চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। বিশেষ করে কৃষিজাত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছেন চাষিরা। রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর দ্রুত রাস্তা নির্মাণের বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন এলাকাবাসী। তাঁদের দাবি, দ্রুত রাস্তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল বর্তমান রাজ্য সরকার। কথা অনুযায়ী কাজ হলে দুই ব্লকের মধ্যে যোগাযোগ আরও সহজ হত এবং কৃষিজাত পণ্য বাজারে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও বড় সুবিধা হত। কিন্তু যথারীতি সব প্রতিশ্রুতি শুধু মুখের কথায় পরিণত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভের মুখে পড়ে রাস্তা নির্মাণ নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছেন জেলা পরিষদ সদস্য প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল। জানিয়েছেন, খুব শিগগিরই এই রাস্তা মেরামত করা হবে। এখন এলাকার মানুষ আদতে কাজ আদৌ কী হয় তার অপেক্ষায় রয়েছেন।

▌রাস্তা সারানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েও করেনি নতুন সরকার, বেহাল রাস্তা।

হলদিয়ায় ওয়ার্ড বিন্যাসের নোটিশ জারি, শুরু ক্ষোভ

▌ক্ষুব্ধ ওয়ার্ডের নাগরিকরা।

প্রতিবেদন : হলদিয়া পুরসভার প্রস্তাবিত ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সরকারি নোটিশ জারি হতেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে ক্ষোভ-বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেল। বন্দর শহরে নতুন বিন্যাসের মাধ্যমে একটি ওয়ার্ড বাড়িয়ে ৩০টি ওয়ার্ডের প্রস্তাব রাখায় বিভিন্ন ওয়ার্ডের এলাকা রদবদল হয়েছে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছেন বলে অভিযোগ। এই নিয়ে রীতিমতো সরব ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। মূলত ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ওয়ার্ড অফিস বদল নিয়ে। কোথাও ওয়ার্ড অফিস ছিল শহরে, সেখানে নতুন বিন্যাসের ফলে বাসিন্দাদের যেতে হবে তিন কিলোমিটার দূরের গ্রামে। কোথাও আবার নতুন ওয়ার্ড অফিসে পৌঁছতে বাড়তি গাড়ি ভাড়া লাগবে। ফলে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের এই প্রশাসনিক প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়েছেন হলদিয়ার পুরনো ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিরিঞ্চিবেড়িয়া ও হরিপুরের বাসিন্দারা। প্রশাসনের প্রস্তাব অনুযায়ী, ১২৫ ও ১২৫ এ নম্বর বুথ অর্থাৎ হরিপুর ও বিরিঞ্চিবেড়িয়া মৌজাকে ৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে সরিয়ে নতুন ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে ওই দুই এলাকার বাসিন্দাদের এবার ওয়ার্ড অফিসে কাজের জন্য শহরের পরিবর্তে নদীর পাড়ে গ্রামের দিকে যেতে হবে। সেই নিয়েই দেখা দিয়েছে ক্ষোভ।

উপেক্ষিত আদালতের রায়, সিলিকোসিসে আক্রান্ত শতাধিক, কোমায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

প্রতিবেদন: পাথর লুটের টাকায় অনেকেই কেউ রাতারাতি কোটিপতি হয়েছেন। বিনিময়ে পাথর শিল্পাঞ্চলের মেহনতি মানুষের ভাগ্য ফেরেনি। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি পাওনা হিসাবে জুটেছে মারণরোগ 'সিলিকোসিস'। বাতাসে ভাসা পাথরের গুঁড়ো নিঃশব্দে শত শত শ্রমিকের ফুসফুস ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। পাথর শিল্পাঞ্চলে গেলেই এই বঞ্চনার ছবি দেখা যায়। যেমন দেউচা-পাঁচামির উপর হাবড়াপাহাড়ি গ্রামের ৫৫ বছরের প্রৌঢ় শুভ মার্ডির কোটরে ঢুকে গিয়েছে চোখ। পাঁজরের হাড় স্পষ্ট গোনা যায়। দু'পা হাঁটলেই হাঁপিয়ে ওঠেন। একসময় এই মানুষটার বুকেই ছিল পাহাড় ভাঙার শক্তি। দিনরাত ক্র্যাশারে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছেন। তাঁর কথায়, আমাদের জমি, জঙ্গল কেড়ে খাদান করে কোটি কোটি টাকা লুট করে মালিক পক্ষ আমাদের শরীরে ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে মারণ রোগ। সরকারও আমাদের দিকে মুখ তুলেও তাকায় না। মহম্মদবাজার ব্লকে সিলিকোসিস নিয়ে কাজ করা এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কো-অর্ডিনেটর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, গত দু'বছরে সিলিকোসিসে আক্রান্তের সংখ্যা ২১৮জন। অসুস্থ কয়েক হাজার। যাঁদের অনেকেই স্বাস্থ্যপরীক্ষার বাইরে রয়েছেন। ইতিমধ্যে চিহ্নিত এবং সন্দেহভাজন সিলিকোসিস মিলে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, ধুলো ওড়া রুখতে ক্র্যাশারে জল ছিটানো থেকে শ্রমিকদের মাস্ক দেওয়ার মতো খাতায়-কলমে নানা নিয়ম থাকলেও বাস্তবে ছিটেফোঁটাও নেই। আদালতের নির্দেশ মেনে আক্রান্তদের এককালীন ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং মাসে ৪ হাজার টাকা পারিবারিক ভাতা পাওয়ার কথা। শতাধিক মানুষ এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একদিকে মারণ রোগের থাবা, অন্যদিকে চরম স্বাস্থ্যসংকট। গোটা দেউচা-পাঁচামির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই কার্যত কোমায় চলে গিয়েছে। ভাঁড়কাটা পঞ্চায়েতের কেন্দ্রপাড়ায় একটিমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। যা নিজেই এখন আইসিইউতে। পর্যাপ্ত চিকিৎসক বা ন্যূনতম পরিষেবা কিছুই মেলে না। গোদের উপর বিষফোড়া ভাঙাচোরা, খানাখন্দে ভরা রাস্তা।

অনিশ্চিত পুজোর অনুদান, মৃৎশিল্পীদের বরাত কমেছে

প্রতিবেদন : প্রতি বছর রথের সময় থেকেই ব্যস্ততা শুরু হয় করিমপুরের প্রতিমাশিল্পীদের। এবছর সরকারি অনুদান নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় এলাকার পুজো কমিটিগুলির থেকে বরাত আসেনি এখনও। ফলে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় আছেন স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা। তাঁদের কথায়, এ বছরে এই সময়ের চেনা ব্যস্ততা কম। প্রতিমা তৈরির কাঁচামালের দাম দিনের পর দিন বাড়ছে। কিন্তু সেই অনুপাতে প্রতিমার দর বাড়ানো যাচ্ছে না। এবার পুজোয় সরকারি অনুদান মিলবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ফলে পুজো কমিটিগুলি সম্ভাব্য খরচ কমানোর পরিকল্পনা করছে। বড় প্রতিমার বায়না না আসায় উদ্বেগ বাড়ছে শিল্পীদের মধ্যে। করিমপুরের প্রতিমা শিল্পী প্রশান্ত মালাকারের বক্তব্য, চলতি মরশুমে বড় প্রতিমার চাহিদা অনেকটাই কম। পাটের দড়ি, খড়, কাপড়, রং-সহ প্রায় প্রতিটি উপকরণের দাম বেড়েছে। অথচ প্রতিমার দাম বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রতিমা গড়ে আদতে কী লাভ থাকবে, তা নিয়েও সংশয়ে আছি। হোগলবাড়িয়ার শিল্পী নীরেন মালাকার প্রতি বছর প্রায় ১৪টি প্রতিমা গড়েন। রথের মধ্যেই অধিকাংশ বায়না হয়ে যায়। কিন্তু এবার উল্টোরথ পেরিয়ে আরও বেশ কিছুদিন কেটে গেলেও এখনও একটিও প্রতিমা তৈরির বরাত পাননি। তাঁর মতে, দাম বেড়েছে। সরকারি অনুদান মিললে তবেই বেশি দামের

করিমপুর

প্রতিমা নেওয়ার কথা ভাবেন উদ্যোক্তারা। অন্যদিকে, উদ্যোক্তাদের একাংশের দাবি, গত বছর বিভিন্ন পুজো কমিটি ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে সরকারি অনুদান পেয়েছিল। কিন্তু এ বছর সরকার পরিবর্তনের পর সেই অনুদান দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে পুজোর পরিকল্পনাতেও। অনুদান না এলে অতিরিক্ত খরচ সামলানো কঠিন এই আশঙ্কায় বাজেট পুনর্বিবেচনা করতে হচ্ছে। যেমন লক্ষ্মীপাড়া যুবগোষ্ঠীর পুজোর বাজেট কয়েক বছর প্রায় ৫ লক্ষ টাকা পেরোলেও এবার তা সাড়ে ৩ লক্ষ টাকার মধ্যে রাখা হয়েছে বলে খবর। এই প্রেক্ষিতে বাজেট কমার সরাসরি প্রভাব পড়ছে প্রতিমার বায়নার উপর। অন্যদিকে, মাটির দাম বৃদ্ধি নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে শিল্পীদের। প্রতিমা তৈরির মরশুমে বায়না কমায় শিল্পীদের পাশাপাশি শ্রমিক ও অন্যান্য কারিগরদেরও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

দিল্লি দরবার

12 August, 2026 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্ত্রীর পরকিয়া নিয়ে সন্দেহ করতেন স্বামী। তারই জেরে হোটেলে দুই শিশুকন্যাকে খুন করে নিজের গলার নলি কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন ইমরান নামে যুবক। বেঙ্গালুরুর ঘটনা

ডাহা মিথ্যা বলেছে অমিত শাহের দিল্লি পুলিশ

যন্তর-মন্তরে পেলেটগানের ছররায় জখম হয়েছেন অন্তত ১০ পড়ুয়া

নয়াদিল্লি: আগাগোড়া অস্বীকার করেছিল অমিত শাহের দিল্লি পুলিশ। কৈফিয়ত দেওয়ার ভয়ে এখনও সংসদের অধিবেশনে না এসে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজে। বিরোধীরা জবাব চান, দিল্লিতে পড়ুয়াদের উপরে পেলেটগান থেকে ছররাগুলি চালানোর নির্দেশ দিল কে? সংসদে এসে উত্তর দিতে হবে অমিত শাহকেই। কিন্তু তথ্যের অধিকার আইনেই বেরিয়ে পড়েছে আসল ঘটনা। যন্তর-মন্তরে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপরে বিজেপি প্রশাসনের ন্যক্কারজনক নির্যাতনের কুৎসিত ছবিটা দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেছে তৃণমূল। ককরোচ জনতা পার্টির সংসদ অভিযানের সময় অমিত শাহের পুলিশের পেলেট গানের ছররায় শুধুমাত্র একজন পড়ুয়ারই চোখ নষ্ট হতে বসেনি, সব মিলিয়ে জখম হয়েছেন অন্তত ১০ জন। পেলেট বা ছররাগুলিতে জখম হওয়া ওই আন্দোলনকারীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দিল্লির দু'টি হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসা হয় তাঁদের। জানিয়েছে দিল্লির ওই দু'টি হাসপাতালই। তথ্যের অধিকার আইনে বিষয়টি জানতে চেয়েছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ সাকেত গোখেল। আরটিআইয়ের উত্তরেই এই তথ্য জানিয়েছে ওই দুই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অথচ পড়ুয়াদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমন করতে পেলেট ব্যবহারের কথা প্রথমদিকে আগাগোড়া অস্বীকার করেছিল দিল্লি পুলিশ। কিন্তু দেশজুড়ে হইচই শুরু হওয়ায় পরে এখন ঢোঁক গিলতে বাধ্য হচ্ছে তারা। ঠিক এই সময়ে তথ্যের অধিকার আইনে লুকিয়ে রাখা তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় নিশ্চিতভাবেই অস্বস্তিতে বিজেপি।

তৃণমূলের আরটিআইতে ফাঁস আসল তথ্য

কী বলেছে দু'টি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ? লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে পেলেট বিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে সেদিন নিয়ে আসা হয়েছিল ৯ জনকে। সেখানেই তাঁদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা হয়। অন্যদিকে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালের পরিচালকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পেলেটে গুরুতর জখম একজনের চিকিৎসা করা হয়েছে ওই হাসপাতালে। দু'টি হাসপাতালের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই নিশ্চিতভাবেই মনে করা হচ্ছে, ২০ জুলাই সংসদ অভিযানের দিন অন্তত ১০ জন পেলেটবিদ্ধ হয়ে জখম হয়েছেন।

লক্ষণীয়, দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় একটি জেনারেল ডায়েরির ভিত্তিতে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে ছররা বন্দুক থেকে র্যা ফকে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার এক অফিসার। র্যা ফের তথ্য বলছে, ডিসিপির নির্দেশে সেদিন ৫৫ রাউন্ড নন-ইলেক্ট্রিক্যাল শেল, ১৫ রাউন্ড ইলেক্ট্রিক্যাল শেল, ৫টি কাঁদানে গ্যাসের শেল এবং ২ রাউন্ড ছররা গুলি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ২ রাউন্ড ছররা গুলিতে কি ১০ জন জখম হতে পারে? অন্য একটি মিডিয়া কিন্তু জানিয়েছে, ৭ রাউন্ড ছররা গুলি চালিয়েছে র্যা ফের এক জওয়ান।

লম্বা-চওড়া ভাষণ নয় চাই শাহের কৈফিয়ত

নয়াদিল্লি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? মঙ্গলবার সংসদে এই নিয়ে আবার সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। শাহের অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে এদিন সংসদ চত্বরে রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্র। স্পষ্ট জানালেন, আমরা তাঁর ভাষণ শুনতে মোটেই আগ্রহী নই। চাই না নেহরুকে দায়ী করে তাঁর লম্বা-চওড়া বক্তৃতাও। যন্তর-মন্তরে পড়ুয়াদের উপরে কেন অমানবিক নির্যাতন চালানো হল, তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে অমিত শাহকে। সংসদে দাঁড়িয়ে সুনির্দিষ্টভাবে তাঁকে দিতে হবে নির্যাতনের ব্যাখ্যা। শুধু তাই নয়, রাম মন্দিরে প্রণামী লুঠের ঘটনা নিয়েও আমরা সংসদে বিতর্ক চাই।

অর্থাৎ প্রণামী লুঠের ঘটনাতেও যে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না মোদি সরকার তা সংসদে আবারও স্পষ্ট করে দিতে চায় তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। বেআব্রু করে দিতে চায় বিজেপি প্রশাসনের অপদার্থতা।

চিন-পাক গতিবিধিতে নজর রাখছে ভারত

তৃণমূলের প্রশ্নের উত্তরে জানাল বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি : সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে, দেশের মানুষের মনে সংশয়ও অযৌক্তিক নয়। তবে বাস্তবচিত্র যাই হোক না কেন, সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদ দমনে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সাফল্য, বহুপাক্ষিক জোটগুলোর ভারসাম্য রক্ষা এবং দেশের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় কেন্দ্র সরকারের অবস্থান লোকসভায় স্পষ্ট করলেন বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং। জানিয়ে দিয়েছেন, চিন এবং পাকিস্তানের গতিবিধি নিয়েও সম্পূর্ণ সচেতন ভারত। রাখা হচ্ছে কড়া নজর। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে সরকারের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। সংসদে দেওয়া জবাবে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, পাকিস্তান থেকে পরিচালিত আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মহলকে সচেতন করতে কেন্দ্র নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ৩১টি দেশ এবং ৬টি বহুপাক্ষিক জোটের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যৌথ কার্যনির্বাহী গোষ্ঠী (জেডব্লিউজি) গঠন করে নিয়মিত আলোচনা চালানো হচ্ছে।

হাইড্রোলিক ব্যবস্থার গোলযোগ?

নয়াদিল্লি: মাঝ আকাশে আচমকাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল বিমানের সঙ্গে অটোপাইলট ব্যবস্থার সংযোগ। বিমানের অভিমুখ এবং উচ্চতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন সহকারী পাইলট। কিন্তু ততক্ষণে দেখা দিয়েছিল বিমানের অন্যান্য যান্ত্রিক গোলযোগ। শুধু তাই নয়, বিমানের গুরুত্বপূর্ণ হাইড্রোলিক ব্যবস্থাও কাজ করেনি ঠিকমতো। সম্ভবত সেই কারণেই মাঝ আকাশে আচমকাই ৩০০ ফুট নীচে নেমে গিয়েছিল তাইল্যান্ডের ফুকেত থেকে নয়াদিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে এই দু'টি কারণই। তবে ডোপটেস্টে পাইলটের শরীরে মাদকের অস্তিত্ব প্রমাণের বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি কর্তৃপক্ষ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রস্তাবে অনুমোদন কেন্দ্রের বাজারে আসছে ১০-২০ টাকার পলিমার নোট

নয়াদিল্লি: ভাবনা-চিন্তা চলছিল অনেকদিন ধরেই। এবার বাস্তবের মাটিতে পা রাখতে চলেছে পলিমার নোটের সেই পরিকল্পনা। রাস্তাঘাটে ছেঁড়া-ফাটা নোট নেওয়া-না নেওয়া নিয়ে আকছার গোলমাল, ঝগড়ার দিন বোধহয় শেষ হতে চলেছে এবার। মঙ্গলবার সংসদে ১০০ কোটি পলিমার ব্যাঙ্কনোট চালুর অনুমোদন দিল কেন্দ্র । কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী, ১০০ কোটি করে ১০ এবং ২০ টাকা মূল্যের পলিমার নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে বাজারে ছাড়ার যে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল, তাতে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আপাতত ১০ এবং ২০ টাকা মূল্যের পলিমার ব্যাঙ্কনোট পরীক্ষামূলক ভাবে চালুর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার সূত্রে খবর, 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৪'-এর ২৫ নম্বর ধারা প্রয়োগ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় পর্ষদের সুপারিশক্রমে এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। আপাতত পরীক্ষামূলক ১০ ও ২০ টাকার ১০০ কোটি প্লাস্টিকের নোট বাজারে ছেড়ে পরিবেশ ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা হবে। পরীক্ষা সফল হলে পরবর্তীতে এই নোট পাকাপাকি ভাবে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

পলিমার নোট প্লাস্টিকের মতো এক বিশেষ ধরনের কৃত্রিম উপাদান দিয়ে তৈরি। নোটগুলি ছাপানোর জন্য শক্ত ও নমনীয় প্লাস্টিক ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। ফলে কাগজের তুলনায় এগুলি হবে অনেক বেশি টেকসই যা সহজে নষ্ট হবে না। অনেকদিন ধরেই পলিমার নোট বাজার আনার পরিকল্পনা করছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। ৫ অগাস্ট গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা বলেন, এই ধরনের নোট কাগজের তুলনায় অনেক বেশি টেকসই। তাঁর কথায়, ইতিমধ্যেই নোট তৈরির জন্য বিশেষ পলিমারের টেন্ডার ডাকা হয়েছে। এরপর পরীক্ষামূলকভাবে তা চালানো হবে এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনুমোদন নেওয়া হবে। যদি সমস্ত পরিকল্পনা নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী এগোয়, তবে আমাদের লক্ষ্য আগামী অর্থবর্ষের শুরুতেই এই নোটগুলি বাজারে ছাড়ার।

এদিন নির্মলা সীতারমণ জানান, সরকারের তরফে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। বর্তমান কাগজের নোটের পাশাপাশি চালু থাকবে পলিমার নোট। পুরো প্রক্রিয়াটি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে। ফলে নোট তৈরির খরচ নির্ধারণ করা যাচ্ছে না।

হিমাচলপ্রদেশে প্রকৃতির তাণ্ডব

ধস ও বন্যায় প্রাণহানি ১৫৭ দুর্যোগে বন্ধ ২৫৯টি রাস্তা

সিমলা: হিমাচল প্রদেশে বর্ষার তাণ্ডবে পরিস্থিতির দিন দিন অবনতি ঘটছে, যার ফলে রাজ্য জুড়ে ২৫৯টি রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে এবং ধস ও বৃষ্টিসংক্রান্ত নানা দুর্ঘটনায় অন্তত ১৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্টেট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (এসইওসি)-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, অবিরাম বৃষ্টির কারণে প্রায় ৯০০টি সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮৮৬ কোটি টাকা। গত ৩০ জুন থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে ধস ও হড়পা বানে প্রায় ৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন আরও ৮৯ জন। এছাড়া প্রায় ২৫৭ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।

তবে পাহাড়ি এই রাজ্যের দুর্ভোগ এখানেই শেষ হওয়ার লক্ষণ নেই, কারণ আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) রাজ্যের পাঁচটি জেলায় ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে। রাজ্য জুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, যার মধ্যে কুল্লু এবং মান্ডি জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে প্রায় ১৬১টি বিদ্যুৎ বণ্টন ট্রান্সফরমার (ডিটিআর) অকেজো হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে মান্ডিতে সর্বোচ্চ ৭৭টি, শিমলায় ৪৩টি এবং কুল্লুতে ৪০টি ট্রান্সফরমার রয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারও

অবিরাম বৃষ্টির কারণে কুল্লু জুড়ে নদী ও নালাগুলির জলস্তর হঠাৎ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাহাড় থেকে সুবিশাল ধ্বংসাবশেষ ধসে পড়ার এবং হড়পা বানে গাড়ি ও অস্থায়ী সেতু ভেসে যাওয়ার মর্মান্তিক দৃশ্য সামনে এসেছে। পার্শ্ববর্তী হিমালয় রাজ্য উত্তরাখণ্ড বর্ষার এই তাণ্ডবে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চামোলি জেলার মনোরম নীতি উপত্যকায় জলের প্রবল স্রোতে একটি ধাতব সেতু উপড়ে ভেসে যাওয়ার ভয়াবহ চিত্র প্রকাশ্যে এসেছে। হিমাচল প্রদেশে ধসের কারণে মান্ডি-কুল্লু প্রধান মহাসড়ক-সহ প্রায় ২৫৯টি রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। মান্ডি জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে ১২০টি রাস্তা বন্ধ। এছাড়া চাম্বায় ৪২টি, কুল্লুতে ৪০টি এবং শিমলায় ৩০টি রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে। প্রশাসন জানিয়েছে যে তারা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তাগুলি পুনরায় খোলার কাজ করছে, তবে পার্বত্য দুর্গম এলাকায় নতুন করে ধস এবং ভারী বৃষ্টি বাধা সৃষ্টি করছে। এর ওপর যোগ হয়েছে পানীয় জল সরবরাহের সংকট। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, রাজ্য জুড়ে ৫৪টি জল সরবরাহ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিমলায় সর্বোচ্চ ৩৩টি, চাম্বায় ১৬টি এবং হামিরপুরে ৫টি প্রকল্প বিপর্যস্ত হয়েছে। এরই মধ্যে শিমলার আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র কাংড়া, মান্ডি, হামিরপুর, সিমলা এবং সিরমৌরে ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে। চাম্বা, কুল্লু, সোলান এবং বিলাসপুরেও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে হিমাচল প্রদেশ এখন একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিকাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং অন্যদিকে আসন্ন ভারী বৃষ্টির মোকাবিলার দ্বৈত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

চরম অচলাবস্থার মধ্যে জেপিসির পথ খুঁজছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি: বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির তীব্র প্রতিবাদ ও লাগাতার অচলাবস্থার মুখে দাঁড়িয়ে মুখরক্ষায় এবার বিতর্কিত বৈদেশিক অনুদান (নিয়ন্ত্রণ) সংশোধন বিল, ২০২৪-কে যৌথ সংসদীয় কমিটিতে (জেপিসি) পাঠানোর মাধ্যমে ঐকমত্য গড়ার চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্র। চলতি বছরের মার্চ মাসে লোকসভায় বিলটি পেশ করার পর থেকেই এটি রাজনৈতিক দল, গির্জার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের (এনজিও) তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। বিলটির একাধিক প্রস্তাবনা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ায় সরকারি পক্ষ এখন প্রস্তাবিত আইনটিকে পর্যালোচনা কমিটির কাছে পাঠাতে চাইছে, যাকে বিল পাশের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ধাক্কা এবং সরকারের নমনীয় অবস্থানের একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত বলেই মনে করছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ মহল।

বিজেপির অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে ইঙ্গিত মিলেছে যে, বিরোধীদের প্রবল প্রতিবাদের মুখে আইনটি পুনর্বিবেচনার জন্য সরকার বিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে, যদিও সংসদীয় ঐক্য এখনো দূরঅস্ত। যেখানে বিজু জনতা দলের (বিজেডি) মতো কিছু দল কড়া প্রশাসনিক নীতিমালার মধ্যে থেকে শিক্ষা বা স্বাস্থ্য খাতে কাজ করা সংগঠনগুলির সমস্যা সমাধানের শর্তে জেপিসির প্রস্তাবকে সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়েছে, সেখানে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মতো শীর্ষ বিরোধী দলগুলি শুরু থেকেই বিলটি পুরোপুরি প্রত্যাহারের দাবি তুলেছে। ফলে জেপিসি গঠনের উদ্যোগ হলেও বিরোধীদের সম্পূর্ণ সম্মত করানো এবং বিলটি নিয়ে সার্বিক সমঝোতায় পৌঁছানো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বিতর্কিত এফসিআরএ সংশোধনী

বিরোধীদের তোলা মুখ্য অভিযোগটি হল, এই বিলটির মাধ্যমে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সংগঠনগুলির কাজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। ডিএমকের প্রতিনিধিদল ও গির্জার প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে নীতিমালার অস্পষ্টতা ও প্রশাসনিক জটিলতার ওপর প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও কেন্দ্র সাফ জানিয়েছে যে এই সংশোধনী সংখ্যালঘুদের ওপর কোনও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না, তবুও মাঠপর্যায়ে দাতব্য বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংস্থার লাইসেন্স বাতিল এবং জটিল লালফিতার ফাঁস নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে। চলতি বর্ষাকালীন অধিবেশনের মেয়াদ শুক্রবার শেষ হতে চলায় সংশোধনী বিলটি সরাসরি পাস করানো অসম্ভব বুঝে সরকার এখন কৌশলগতভাবে জেপিসি প্রস্তাবের মাধ্যমে বিষয়টিকে ঝুলিয়ে রাখার পথ বেছে নিতে পারে। আন্তর্জাতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা আনার যুক্তিতে কেন্দ্র শক্ত আইনি ভিত্তি তৈরির কথা বললেও নীতি প্রণয়নে পূর্ববর্তী পর্যালোচনার অভাব ও বিরোধীদের আস্থা অর্জনে বিলম্ব সরকারের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ওপরই প্রশ্ন তুলে দিল।

অর্থবরাদ্দে রাজ্যভিত্তিক চরম বৈষম্যের ছবি প্রকাশ কেন্দ্রের তথ্যে

নয়াদিল্লি: লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক গত তিনটি অর্থবর্ষের (২০২৩-'২৪, ২০২৪-'২৫ এবং ২০২৫-'২৬) পোস্ট-মেট্রিক স্কলারশিপ ফর এসসি প্রকল্পের আর্থিক ও প্রশাসনিক পরিসংখ্যান পেশ করেছে। রাজ্যভিত্তিক তহবিল বণ্টন এবং অর্থ ছাড়ের বিষয়ে লিখিত জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে।

উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার যদিও বাজেট বাড়ানোর দাবি করছে, কিন্তু জাতীয় স্তরে তহবিল বণ্টন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ও রাজ্যভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণের জটিলতার কারণে মাঠপর্যায়ে এর সুফল পৌঁছানো নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যের ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের চরম তারতম্য প্রশাসনিক কাঠামোর পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা ফুটিয়ে তোলে। রাজ্যভিত্তিক কেন্দ্রীয় সহায়তার পরিসংখ্যানে ব্যাপক বৈষম্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। যেমন— ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে তামিলনাড়ুকে ১,০৩৪.৯৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছেএবং মহারাষ্ট্র পেয়েছে ১,০৯৫.৮০ কোটি টাকা। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ৫৫.৯৩ কোটি টাকা। আবার দিল্লি (২৯.৭৪ কোটি) বা বিহারের (৪৫.১৮ কোটি) মতো জনবহুল ও এসসি জনগোষ্ঠী যুক্ত রাজ্যে অর্থ

প্রশ্ন অভিষেকের

বরাদ্দের হার তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ বাড়ালেও প্রকৃত ব্যয়ের সঙ্গে বরাদ্দের ব্যবধান রয়ে গেছে।

২০২৩-'২৪ থেকে ২০২৫-'২৬— প্রতিটি অর্থবর্ষেই সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় বেশি হয়েছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে ৫,৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছিল ৫,৪৭৫.৪২ কোটি টাকা। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে ৫,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে খরচ হয় ৫,৫৮১.৫২ কোটি টাকা এবং ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে ৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের জায়গায় প্রকৃত ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৬,২০৮.০৮ কোটি টাকা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চাহিদামুখী ও উন্মুক্ত এই প্রকল্পে প্রতি বছরই মূল বাজেটের বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত অর্থসংস্থান করতে হচ্ছে। ২০২১-'২২ অর্থবর্ষ থেকে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর চালু হওয়া সত্ত্বেও স্কলারশিপ পেতে কেন দেরি হচ্ছে, সেই প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্র পুরো দায়টি রাজ্যগুলির ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে যে প্রকল্পটি উন্মুক্ত ও চাহিদামুখী এবং রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব আর্থিক অংশ না মেটালে ও জাতীয় স্কলারশিপ পোর্টালে তথ্য আপলোড না করলে কেন্দ্রীয় অর্থ ছাড়া সম্ভব নয়। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় বৈঠকের কথা বলা হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে কেন বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থী সঠিক সময়ে স্কলারশিপ পাচ্ছে না, তার স্পষ্ট প্রশাসনিক সমাধান বা দায়বদ্ধতার জবাব এখানে পাওয়া যায়নি।

স্টেথোস্কোপ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যুক্তরাজ্যে গবেষকেরা প্রথমবার ফ্রিজমুক্ত বা সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণযোগ্য ডিপথেরিয়া ও টিটেনাসের টিকার সফল ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সম্পন্ন করলেন। এই প্রযুক্তি সফল হলে দুর্গম ও বিদ্যুৎহীন অঞ্চলে টিকা সরবরাহ করা অনেক সহজ হবে

প্রায় ১৪৭ কোটির ভারতবর্ষ এমন এক দেশ যেখানে অঙ্গদানের হার সবচেয়ে কম! অথচ বর্তমান বিশ্বের মধ্যে ভারতে অঙ্গের চাহিদা অনেকটাই বেশি কিন্তু অঙ্গদাতার সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কম। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে মৃত ব্যক্তির অঙ্গদানের হার প্রতি ১০ লক্ষে একজনেরও কম। ভারতে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের চাহিদা ৫ লক্ষের বেশি। বাস্তবে অঙ্গ প্রতিস্থাপিত হয় ২০ হাজারেরও কম। প্রতি বছর এই অপ্রাপ্যতার কারণে বহু অপেক্ষায় থেকে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। বিশ্বে সর্বোচ্চ অঙ্গদানের হারযুক্ত দেশ হল স্পেন। এই দেশে প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় ৫০ জনেরও বেশি অঙ্গদান করে। ভারতবর্ষের এমন করুণ চিত্র তার মূল কারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার এবং চিকিৎসা পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা। তাই অঙ্গদান সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে, মৃত্যু-পরবর্তিতে অঙ্গদানে উদ্বুদ্ধ করতে এবং ভ্রান্ত কুসংস্কার দূর করতে প্রতিবছর ১৩ অগাস্ট পালিত হয় 'বিশ্ব অঙ্গদান দিবস'।

অঙ্গদানেই নতুন জীবন

সমীক্ষা বলছে বিশ্বের নিরিখে ভারতবর্ষে অঙ্গদানের পরিসংখ্যান লক্ষণীয়ভাবে কম। এদেশে এই বিষয়টি নিয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে আর রয়েছে নানা কুসংস্কার। আগামী কাল বিশ্ব অঙ্গদান দিবস। এই উপলক্ষে লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

কেন প্রয়োজন হয় অঙ্গদানের

কোনও রোগীর কোনও অঙ্গ বিকল হয়ে গেলে সেই অঙ্গের জায়গায় নতুন অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হয়ে থাকে। আর তখনই অঙ্গদানের প্রয়োজন পড়ে।

জীবিত বা মৃত ব্যক্তি উভয়ের কাছ থেকেই প্রয়োজনে অঙ্গ নেওয়া যায়। তাই জীবিত এবং মৃত দুই অবস্থাতেই অঙ্গদান করা যায়। ভারতে, মানব অঙ্গ অপসারণ, সংরক্ষণ এবং প্রতিস্থাপন ১৯৯৪ সালের মানব অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন (THOA) অনুসারে পরিচালিত হয়, যা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বৈধতা নিয়ন্ত্রণ করে। ২০১১ সালে আইনটি সংশোধন করে 'মানব অঙ্গ ও টিস্যু প্রতিস্থাপন আইন' Transplantation of Human Organs and Tissues Act (THOTA) নামকরণ করা হয়।

চাইলেই কি অঙ্গদান করা যায়?

যে ব্যক্তির শরীর থেকে অঙ্গ নেওয়া হয় তিনি 'দাতা' বা 'ডোনার'। আর যাঁর শরীরে সেই অঙ্গ প্রতিস্থাপিত হচ্ছে, তাঁকে বলা হয় 'গ্রহীতা' বা 'রেসিপিয়েন্ট'। কিন্তু সকলেই কি অঙ্গদান করতে পারেন? উত্তর হল হ্যাঁ সকলেই পারেন অঙ্গদান করতে, কিন্তু যাঁদের কো-মর্বিডিটি

রয়েছে যেমন ডায়াবেটিস-আক্রান্ত, উচ্চরক্তচাপ রয়েছে যাঁদের, ক্যান্সার রোগী, হেপাটাইটিসের রোগী, এইডস আক্রান্ত, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অঙ্গদান করা যায় না। যদিও ক্যান্সার-আক্রান্ত ব্যক্তি কর্নিয়া দান করতে পারেন। তবে এদেশে অঙ্গদাতার সংখ্যা এতই কম যে, কোনও দাতার লিভার কিডনি যদি সম্পূর্ণ সুস্থ নাও থাকে, অল্প বিস্তর সমস্যা থাকে তা হলেও অঙ্গ নেওয়া হয়।

মৃত অঙ্গদাতার অঙ্গদানের নির্দিষ্ট কোনও বয়সসীমা নেই তবে জীবিত অঙ্গদাতার বয়স সাধারণত ১৮ বছর বা তার বেশি হলে ভাল। অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে অঙ্গদাতা আইনি কারণে অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষেই একমাত্র অঙ্গদান করতে পারে। যদিও মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাতে এই অঙ্গদান প্রক্রিয়াতেও অনেক বাধা রয়েছে। অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়। মানুষের সব ধরনের অঙ্গ এখনও পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ফলে আজও অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে অন্য মানবদেহই একমাত্র বিকল্প। কৃত্রিম হৃদযন্ত্রের সাহায্যে মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচানো যায় তবে সেই সময়সীমা দশবছরের বেশি নয়।

অঙ্গদানের নিয়ম

কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর ৩৬ থেকে ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত ভেন্টিলেশন, ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড ও অক্সিজেনের সহায়তায় অঙ্গ ক্রিয়াশীল রাখা সম্ভব। তাই এই অঙ্গদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে জরুরি হল তৎপরতা। একবার অঙ্গটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যত দ্রুত সম্ভব প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া শেষ করতে হয়। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মধ্যে রয়েছে প্রধান কিছু অঙ্গ যেমন— ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, কিডনি, অন্ত্র, অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ বা লিভার ইত্যাদি। শুধু মৃত ব্যক্তি নয় কোনও ব্যক্তির 'ব্রেন ডেথ' বা মস্তিষ্কের মৃত্যু হলে এই সব অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্ভব। এছাড়া শরীরের বেশ কিছু অংশের 'টিস্যু' বা তন্ত্র প্রতিস্থাপনও করা যায় যেমন, চোখের কর্নিয়া, ত্বক, হৃদযন্ত্রের কপাটিকা (ভালভ), হাড়, শিরা।

মানব অঙ্গ ও টিস্যু প্রতিস্থাপন আইন অনুসারে, ব্রেন ডেথ দাতার কাছ থেকে ৩৭টি বিভিন্ন অঙ্গ ও টিস্যু দান করা যেতে পারে, তবে হৃৎপিণ্ড-বিকল দাতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ত্বক, হাড়, কর্নিয়া এবং রক্তনালির মতো কয়েকটি অঙ্গ দান করা যায়।

অঙ্গদান মানে জীবনদান

অঙ্গদাতা স্বেচ্ছায় তাঁর অঙ্গদানের অঙ্গীকার করতে পারেন। একজন মানুষের অঙ্গদানে সাত থেকে আটজনের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। স্ট্রোকের কারণে যে রোগীর মৃত্যু হয় তাঁর দুটি কিডনি, একটি লিভার, হৃৎপিণ্ড, দুটি কর্নিয়া এবং ত্বক— এতগুলো অঙ্গ পাওয়া যায়। লিভার, কিডনি, হার্ট, কর্নিয়া ইত্যাদি প্রতিস্থাপন করলে একাধিক মানুষ নতুন করে জীবন ফিরে পান। জীবিত মানুষ নিজের দুটি কিডনির একটি এবং লিভারের কিছুটা অংশ দান করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সাধারণত নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে এই দান অনুমোদিত হয়। যদিও এইক্ষেত্রে কিছু আইনি জটিলতা রয়েছে। অন্য দিকে, মৃত মানুষের শরীর থেকে সব ক'টি অঙ্গই প্রতিস্থাপনের জন্য সংগ্রহ করা যায়।

মরণোত্তর অঙ্গদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে গেলে প্রথমে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে নোটো (NOTTO) বা (ROTTO) এই দুইয়ের মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করতে হয়। এক্ষেত্রে পরিবারের অনুমতি বাধ্যতামূলক। এই প্রতিষ্ঠানে আবেদনের ভিত্তিতেই সবকিছু ঠিক হয়।

লিভারপুলে সই করার পর ক্লাবের জার্সি হাতে বার্সেলোনার অধিনায়ক আরাউজো

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...

ছুটি কাটিয়ে রিয়ালে প্রি-সিজন ট্রেনিং শুরু এমবাপের।

কলম্বোয় অনুশীলনে নামার আগে 'পুষ্পা' স্টাইল জাদেজার।

রিয়াল মাদ্রিদে স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী কুকুরেয়ার মেডিক্যাল টেস্ট।

ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের আগে কুয়েতের আল আরবি-র প্রস্তুতি যুবভারতীতে।

মায়ের সঙ্গে ক্রিকেটের বিস্ময়-বালক বৈভব সূর্যবংশী।

আফগানিস্তানকে বিশ্বকাপে তুলে রশিদ খানের উচ্ছ্বাস।

ইউরোপিয়ান টি-২০ লিগের জার্সি উদ্বোধনে জন্টি, জন আব্রাহামরা।

রোনাল্ডোর শহর মাদেইরায় জন্ম, খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে। টি-২০ বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে পর্তুগালের নেতৃত্ব দেবেন মোজেস হেনরিক

তৈরি নন, মানছেন হাবাস স্টিমাচ-মন্ত্রে প্রস্তুত আরাবি

প্রতিবেদন : সমস্যার মধ্যেই ইস্টবেঙ্গল কোচ হিসেবে নতুন মরশুমে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। বুধবার যুবভারতীতে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ কুয়েতের আল আরাবি এসসি। ম্যাচ সন্ধে ৭টায়। ইস্টবেঙ্গল যেখানে দুই বিদেশির বেশি পাবে না, সেখানে আল আরাবি ছয় বিদেশি নিয়ে খেলতে নামবে। হাবাসের হাতে তৃতীয় বিদেশি হিসিবে অস্ট্রেলীয় অ্যাটাকার ক্রিস ইকোনমিডিস থাকলেও তিনি এখনও পুরো ম্যাচ খেলার জন্য তৈরি নন। তার উপর স্প্যানিশ সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার নাচো মনসালভে চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ায় তিনি নেই। যা নিয়ে রীতিমতো বিরক্ত ইস্টবেঙ্গল কোচ।

ম্যাচের আগের দিন হাবাস বললেন, আমি ম্যাচ নিয়ে কথা বলতে চাই, কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে নয়। স্প্যানিশ কোচ কার্যত মেনে নিয়েছেন যে, তাঁর দল পুরোপুরি তৈরি নয়। হাবাসের কথায়, আমার দলে বিদেশি ডিফেন্ডার ও ফরোয়ার্ড নেই। প্রস্তুতি ভাল হয়নি, কারণ সময় কম। ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গেলে তৈরি থাকতে হবে। ম্যাচটা জিততে হলে বুদ্ধি করে খেলতে হবে। আমরা আত্মবিশ্বাসী।

ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠের স্তম্ভ প্যালেস্তিনীয় মিডফিল্ডার মহম্মদ রশিদের বন্ধু আল আরাবির ফুটবলার জাইদ কুনবার। সাংবাদিক বৈঠকে কোচের পাশে বসে রশিদ বললেন, জাইদ আমার ভাইয়ের মতো। তবে এই ম্যাচে আমরা প্রতিপক্ষ। আমার দেশের খেলোয়াড়কে প্রতিপক্ষ পেয়ে খুশি।

তুরস্কে তিন সপ্তাহের কঠিন প্রস্তুতি শিবির করে কলকাতায় এসেছে আল আরাবি। মহম্মদ সালাহর পুরনো ক্লাব পিরামিড এফসি-র মতো ক্লাবের বিরুদ্ধে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলে এসেছেন জাইদরা। ক্রোয়েশীয় কোচ গোরান সাবলিচ আবার ইস্টবেঙ্গল ও ভারতীয় ফুটবল নিয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন ইগর স্টিমাচের কাছ থেকে। একসময় তিনি স্টিমাচ ও লুকা মদ্রিচের সঙ্গে খেলেওছেন। গোরান বলছিলেন, স্টিমাচের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল নিয়ে কথা হয়েছে আমার। এখানকার লিগ অনেক কঠিন। ভরা গ্যালারি নিয়ে ভাবছি না। ইস্টবেঙ্গলকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে তৈরি।

ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে আনোয়াররা। পাশে, আল আরাবির প্রস্তুতিতে খোশমেজাজে ফুটবলাররা।

গ্রেফতার অভিষেক জামিন খারিজ

প্রতিবেদন : আশঙ্কা ছিলই। সেটাই হল। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ও ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন বাংলা ক্রিকেট দলের নিয়মিত সদস্য অভিষেক পোড়েল। আইপিএলে খেলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে। মঙ্গলবার হাইকোর্টের নির্দেশের পরেই মগরা থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। এদিনই অভিষেককে পেশ করা হয় চুঁচুড়া আদালতে। সেখানে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। হাইকোর্টে মামলার পরবর্তী শুনানি ১৪ সেপ্টেম্বর।

চন্দননগরের ছেলে বাংলার বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান-উইকেটকিপারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এক ডাক্তারি পড়ুয়া তরুণী অভিযোগ করেন যে, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সহবাস করেছেন অভিষেক। আরও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ হল, ওই তরুণীর আপত্তিকর ছবি দেখিয়ে নাকি ব্ল্যাকমেল করেছেন অভিষেক। বঙ্গ ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ১৯টি ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার মধ্যে বেশিরভাগই জামিন অযোগ্য।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এই মামলার আগের শুনানিতে নির্দেশ দেন, অভিষেকের কাছ থেকে মোবাইল ফোন-সহ সমস্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করতে হবে পুলিশকে। পাশাপাশি তাদের যাবতীয় পদক্ষেপের তথ্য-সহ রিপোর্ট জমা দিতে হবে। অভিষেক তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

অস্মিতাকে সংবর্ধনা দেবে ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন: কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় সোনা জিতে ইতিহাস গড়েছেন ত্রিপুরার বাঙালি মেয়ে অস্মিতা দে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাল বৃহস্পতিবার ক্লাবের প্রয়াত সচিব দীপক (পল্টু) দাসের ৮৭তম জন্মদিনে প্রতিবারের মতো ‘স্পোর্টস ডে’ পালিত হবে। সেই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিকেলে ক্লাব তাঁবুতে অনুষ্ঠান মঞ্চে সোনার মেয়ে অস্মিতাকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। পাশাপাশি সংবর্ধিত করা হবে অনূর্ধ্ব ২৩ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্সে ৪x৪০০ মিটার রিলেতে সোনাজয়ী নাফিসা খাতুনকে। সংবর্ধিত হবেন বাংলার ক্রীড়া ধারাভাষ্যে ৫০ বছরে পদার্পণ করা বিশিষ্ট ক্রীড়া সংবাদিক জয়ন্ত চক্রবর্তী। ক্লাবের ১০০ বছরের থিম সং-এর গীতিকার রাজা চন্দ ও বিশিষ্ট সুরকার অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়কেও সংবর্ধনা দেবে ইস্টবেঙ্গল। বিশেষ এই দিনেই উদ্বোধন হবে ক্লাবের প্রাক্তন অধিনায়ক সুধীর কর্মকারের নামাঙ্কিত প্লেয়ার বক্স, দীপক দাসের নামাঙ্কিত প্রেসিডেন্সিয়াল বক্স এবং জ্যোতিষচন্দ্র গুহর নামাঙ্কিত অফিস কমপ্লেক্সেরও।

আজ জিতলেই শেষ আটে মহামেডান

প্রতিবেদন : বুধবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডুরান্ড কাপে গ্রুপের শেষ ম্যাচে ভারতীয় সেনা দলের বিরুদ্ধে নামছে মহামেডান। অঙ্কের বিচারে ইন্ডিয়ান আর্মিকে হারালেই গ্রুপ শীর্ষে থেকে নক আউটে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে মহামেডান। ‘বি’ গ্রুপে ইন্ডিয়ান আর্মি দুই ম্যাচ খেলে দু’টিতেই জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। মহামেডান সমসংখ্যক ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে। মাঝে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে সেনা দলের থেকে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সমলেশ্বরী স্পোর্টিং। মহামেডান ইন্ডিয়ান আর্মিকে হারালে দু’দলের পয়েন্ট সমান (৬) হলেও হেড-টু-হেডে এগিয়ে থেকে মেহরাজের দল চলে যাবে নক আউট পর্বে। মহামেডান কোচ মেহরাজ বললেন, জিতে নক আউটে ওঠাই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

ফার্গুসনকে না-ই বলে দিয়েছিলেন মোরিনহো

লিসবন, ১১ অগাস্ট : কিংবদন্তি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের চেয়ারে বসার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু কথার খেলাপ করবেন না বলে দ্বিতীয়বার চেলসিতে ফিরে গিয়েছিলেন জোস মোরিনহো।

২০১৩-র ঘটনা। ২৭ বছরের ম্যান ইউ জীবন শেষ করে অবসর নিলেন ফার্গুসন। তখনই রেড ডেভিলসদের সঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব এসেছিল। ‘মোরিনহো’ ডকুমেন্টারিতে তিনি বলেছেন, আমাকে সত্যি কথাই বলতে হবে। রিয়াল ছাড়ার পর ম্যান ইউতে যোগ দেব বলে প্রায় সই করে ফেলেছিলাম। এরপর তিনি জানান, প্রস্তাবে উচ্ছ্বসিত হলেও শেষমেশ চেলসিতেই যোগ দেন। কারণ সেটা ছিল তাঁর ভালবাসার জায়গা।

ফার্গুসন বলেছেন, সেই সন্ধ্যায় মোরিনহো ফোন করে বলল ও চেলসিকে কথা দিয়েছে। সেটা ভাঙতে পারব না। ওর কথাকে সম্মান করেও আমি হতাশ হয়েছিলাম। মোরিনহো বলেছেন, আমার কাছে ফার্গুসনের চেয়ারে বসার ব্যাপারটা নাটকীয় ছিল। কিন্তু হৃদয় থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত ভাঙতে পারিনি। এজন্য আক্ষেপ নেই। চেলসিতে আমি ইতিহার তৈরি করে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল বাড়িতে ফিরেছি। আমি লেগাসি নষ্ট করতে চাইনি।

এই মোরিনহোই ২০০৭-এ হঠাৎ চেলসি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। দুই চেলসি লেজেন্ড ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড ও জন টেরি আক্ষেপ করেছেন, তাঁদের দোষেই মোরিনহোকে তখন ক্লাব ছাড়তে হয়েছিল। টেরি আফসোস নিয়ে বলেন, আমরা ওর জন্য কফিন বানিয়ে রেখেছিলাম! ল্যাম্পার্ড বলেন, একদিন উনি ড্রেসিংরুমে এসে বললেন তাঁকে ছাঁটাই করছে ক্লাব। শুনে চোখে জল এসে গিয়েছিল। এই লোকটাই তো আমার কেরিয়ার গড়ে দিয়েছিল।

টেরির মনে হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রোজেনবার্গের সঙ্গে ১-১ ড্র-ই ছিল মোরিনহো বিদায়ের কারণ। টেরি বলেন, আজও আমার নিজেকে দোষী মনে হয়। আমি সেদিন গোল করলে উনি হয়তো আরও কয়েক বছর থাকতে পারতেন। আমি ভেঙে পড়েছিলাম।

ফের উইকেটের পিছনে সুপারম্যান। দুবরাজপুরে অনূর্ধ্ব ২৩ বাংলা দলের প্র্যাকটিসে। — সিএবি চিত্র

দিলীপ ট্রফির প্রস্তুতির ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বৈভব সূর্যবংশী লিখলেন, প্রিপারেশন

ফুটবল থেকে ব্রেক নিলেন বিপর্যস্ত মেসি

মায়ামি, ১১ অগাস্ট : ফুটবলের সমস্ত কার্যকলাপ আপাতত বন্ধ। বাবার মৃত্যুতে লিয়োনেল মেসি এতটাই ভেঙে পড়েছেন যে ফুটবল থেকে সাময়িক সরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বাবা জর্জে মেসি রোজারিওর একটি হাসপাতালে কয়েকদিন আগে মারা গিয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। এজন্য আমেরিকায় বিশ্বকাপ ফুটবলে হাজির থাকতে পারেননি। মেসির জীবনে বাবা জর্জের ভূমিকা অপরিসীম। কিশোর মেসি যখন বার্সেলোনার অ্যাকাডেমিতে যোগ দেন তখন পরিবারকে আর্জেন্টিনায় ছেড়ে বাবা তাঁর সঙ্গে স্পেনে থাকতেন। জর্জে পরে মেসির এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছেন। কিন্তু সবসময় নিজেকে প্রচারের বাইরে রেখেছেন।

ফরাসি ওয়েবসাইট ফুট মারকাতো জানিয়েছে, এই কঠিন সময়ে মেসি তাঁর সমস্ত ফুটবলি কর্মকাণ্ড বন্ধ রেখেছেন। আর্জেন্টিনার প্রেসও নাকি এরকম জানিয়েছে। আটবারের ব্যালন ডি অর জয়ী মহাতারকা নাকি বাবার মৃত্যুতে এতটাই ভেঙে পড়েছেন যে এখন খেলা থেকে সরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আবার কবে তিনি মায়ামিতে ফিরবেন ও ইন্টার মায়ামির হয়ে মাঠে নামবেন সেটা পরিষ্কার করেননি। এখন তিনি পরিবারের পাশেই থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

দিল্লিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ

বাঁদর তাড়ানোর কৌশলে খুশি সিন্ধু

নয়াদিল্লি, ১১ অগাস্ট : সাম্প্রতিককালে বিশ্বমঞ্চে ভারতের ব্যাডমিন্টন পরিকাঠামো মুখ পুড়িয়েছে। কিছুদিন আগেই রাজধানীতে আয়োজিত ইন্ডিয়ান ওপেনে ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ভিতরে বাঁদরের উপদ্রবের কারণে একাধিক বিদেশি শাটলার নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। বাঁদরের দাপটে বারবার খেলায় বিঘ্ন ঘটার অভিযোগ ছিল খেলোয়াড়দের। ১৭ বছর পর এবার সেই দিল্লিতেই বসতে চলেছে বিডব্লিউএফ বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। ১৭ অগাস্ট থেকে শুরু প্রতিযোগিতা। বাঁদরের উপদ্রব কমাতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে আয়োজকরা। যা নিয়ে শুরু জোর চর্চা। বিডব্লিউএফ বাঁদর তাড়ানোর অভিনব পন্থা হিসেবে তিনজন পেশাদারকে নিয়োগ করেছে। তিনজন বিশেষজ্ঞ (মাঙ্কি হুইস্পারার) যাঁরা হনুমানের ডাক হুবহু নকল করতে পারেন। 'ইন্ডিয়া ওপেন' চলাকালীন যে ম্যাকাক প্রজাতির বাঁদর হানা দিয়েছিল, সেটা যেন ফিরে না আসে---তা নিশ্চিত করতেই এই অভিনব উদ্যোগ। রেসাস ম্যাকাক প্রজাতির বাঁদর ভয় পায় হনুমানকে। কারণ, হনুমান আকারে তাদের চেয়ে বড় হয় এবং এদের ডাক শুনলেই বাঁদর পালিয়ে যায়। বাঁদর তাড়ানোর এই কৌশলের প্রশংসা করেছেন পি ভি সিন্ধু। জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী তারকা ভারতীয় শাটলার বলেছেন, সমাধানটি দেখে হয়তো হাসি পেতে পারে, কিন্তু এর পিছনের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতেই হবে।

কাল ডারউইনে প্রথম টেস্ট

পয়েন্টে চোখ হেডের, শিখতে চান টাসকিন

ডারউইন, ১১ অগাস্ট: সামনে বাংলাদেশ। প্রথম টেস্ট শুরু হচ্ছে কাল, ১৩ অগাস্ট থেকে। কিন্তু ট্রাভিস হেডের মাথায় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। এটাই বেশি ঘুরছে। সিরিজে দুটি টেস্ট রয়েছে। লম্বা বিরতির পর ফের টেস্টের আঙিনায় ঢুকে এটাই এখন মাথায় হেডের। তিনি যেমন রান চান, তেমনই জিতে পয়েন্টও চান।

অনেকে হয়তো ভাবছেন এটা চ্যাম্পিয়নদের জন্য হাল্কা সিরিজ। কিন্তু হেড সেটা ভাবছেন না। তিনি বলেছেন, এটা টেস্ট ম্যাচ। আমরা ডব্লুটিসি পয়েন্টের জন্য খেলব। আমি নিজে রান করতে চাই। লোকে হয়তো ধরে নেবে আমরা খুব সহজে জিতব। কিন্তু দিনের শেষে এটা টেস্ট ম্যাচ। আর এই খেলাটা খুব কঠিন। দেশের হয়ে খেলাও খুব গর্বের। আমি রানের চাপ নিয়েই মাঠে নামব।

কয়েকদিন আগে টানা দ্বিতীয়বার বর্ষসেরা হয়ে অ্যালান বর্ডার ট্রফি পেয়েছেন হেড। এখানে তিনি ওপেন করতে নামবেন স্থানীয় ক্রিকেটার জ্যাক ওয়েদারাল্যান্ডকে নিয়ে। ৩১ বছর বয়স তাঁর। ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত রান করছেন। এবার জ্যাকের অভিষেক হবে ঘরের মাঠে। ফলে নজর থাকছে তাঁর দিকে।

এদিকে, বাংলাদেশের পেসার টাসকিন আমেদ এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় খেলবেন। তিনি বলেছেন, ছোটবেলা থেকে অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলারদের দেখেছি। এবার সুযোগ এসেছে ওদের থেকে কিছু শেখার। টাসকিন মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, জস হ্যাজলউড, স্কট বোল্যান্ডের নাম করেছেন। দু'মাস আগে বাংলাদেশ একদিনের সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে ২-১-এ হারিয়েছিল। যা এই সিরিজে দলের মনোবল বাড়িয়েছে।

লিভারপুলে আরাউহো

লিভারপুল : গত মরশুমে বার্সেলোনার অধিনায়ক উরুগুয়ের ডিফেন্ডার রোনাল্ড আরাউহোকে দলে নিল লিভারপুল। তবে স্থায়ী চুক্তি নয়, লোনে। প্রাক-মরশুমে একাধিক ডিফেন্ডার চোটে ছিটকে যাওয়ায় দ্রুত সেরা বিকল্প খুঁজে নিল মহম্মদ সালাহর প্রাক্তন ক্লাব। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, লোন চুক্তিতে প্রায় ৪ কোটি ৭০ লক্ষ

পাউন্ডে (প্রায় ৬ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার) আরাউহোকে স্থায়ীভাবে দলে নেওয়ার বিকল্পও রাখা হয়েছে। লিভারপুলে যোগ দিয়ে আরাউহো বলেছেন, আমার ফুটবল জীবনের এই পর্যায়ে এটাই সেরা সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়েছে। আমার জন্য এই পরিবর্তনটা দরকার ছিল।

ইনফান্তিনোর পাশে ট্রাম্প, ফিফাকে বার্তা

ওয়াশিংটন, ১১ অগাস্ট : পায়ের নিচ থেকে ক্রমশ মাটি সরে যাচ্ছে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর। চাপ বেড়েই চলেছে তাঁর উপর। তবু আবারও 'বন্ধু' ইনফান্তিনোর পাশে দাঁড়ালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইনফান্তিনোকে সরানোর জোরাল দাবির মধ্যেই ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ফিফা যদি তাঁকে সরানোর কথা ভাবে, তাহলে সেটি হবে মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত।

বিশ্বকাপ-সহ ফিফার বড় প্রতিযোগিতার অংশীদারিত্ব বিক্রির বিতর্কিত প্রস্তাব ঘিরে প্রবল চাপে রয়েছেন ইনফান্তিনো। তীব্র বিরোধিতার মুখে শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয় ফিফা। কিন্তু তাতেও ক্ষোভ কমেনি। বিভিন্ন মহাদেশীয় ফুটবল সংস্থা ফিফা প্রধানের অপসারণের দাবিতে একজোট হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইনফান্তিনোর সমর্থনে মুখ খুলেছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, ইনফান্তিনোর নেতৃত্বে বিশ্বকাপ যে সাফল্য এবং আর্থিক লাভের নজির গড়েছে, তাঁর অনুপস্থিতিতে তা আর সম্ভব হবে না। অন্য যে কোনও আসরের থেকে এবারের বিশ্বকাপ চার গুণ বেশি সফল।

ইতালীয়-সুইস এই আইনজীবীকে 'অসাধারণ' আখ্যা দিয়ে 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ ট্রাম্প লিখেছেন, ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে যদি সরানোর কথা ভাবা হয়, তাহলে তা 'ভয়াবহ ভুল' হবে। তিনি অসাধারণ। তাঁর নেতৃত্বেই চারবার ইতিহাসের সবচেয়ে সফল বিশ্বকাপ আয়োজন হয়েছে। তিনি চলে গেলে বিশ্বকাপ আর এতটা সফল এবং লাভজনক হবে না।

ট্রাম্পের এই মন্তব্য ফুটবল রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করলেও উয়েফা, কনকাকাফ, এএফসি-র মহাদেশীয় জোট আলাদা টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনাও করছে।

জুরেল নন, খেলুক সরফরাজ : কাইফ

নেটে প্রস্তুতি সরফরাজের।

নয়াদিল্লি, ১১ অগাস্ট : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ভারতের প্রথম একাদশে ধ্রুব জুরেলের পরিবর্তে সরফরাজ খানকে দেখতে চান প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটসম্যান মহম্মদ কাইফ। তাঁর মতে, গলে স্পিন-সহায়ক উইকেটে সরফরাজের স্পিন খেলার দক্ষতাই ভারতকে বাড়তি সুবিধা করে দিতে পারে।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে কাইফ বলেছেন, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট যদি মনে করে, জুরেল আগে থেকেই দলের সঙ্গে ছিল, তাই ওকেই খেলানো উচিত, তাহলে সরফরাজকে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু আমার সেরা একাদশে পাঁচ বা ছয় নম্বরে সরফরাজ থাকবে। স্পিনের বিরুদ্ধে ওর রেকর্ড খুবই ভাল।

শ্রীলঙ্কা একাদশের বিরুদ্ধে তিনদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে জুরেল দুই ইনিংস মিলিয়ে মাত্র ১৮ রান করেন। এই প্রসঙ্গ টেনে কাইফ বলেন, ভারত ভাল খেলেছে ঠিকই। কিন্তু ম্যাচে জুরেল তেমন ছন্দে ছিল না। সরফরাজের একটা সুযোগ প্রাপ্য। টেস্টের চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে যখন ব্যাট করা কঠিন হয়ে যায়, তখন সরফরাজের সুইপ, রিভার্স সুইপ, ব্যাকফুটে খেলার দক্ষতা দলের কাজে লাগবে।

মাঠে ময়দানে
12 August, 2026 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বার্বাডোজে টি ২০ বিশ্বকাপের ড্রেসিংরুমই সদ্য প্রাক্তন ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের কাছে সেরা

অনভিজ্ঞ বোলিং আর ছন্দহীন মিডল অর্ডারই চিন্তা গম্ভীরদের

প্রস্তুতি ম্যাচে গুরনুরের বোলিং নজর কাড়লেও আসল পরীক্ষা টেস্টেই।

গল, ১১ অগাস্ট : সমুদ্রের পাড়ে গল ক্রিকেট স্টেডিয়াম। পর্যটন শহর। সুনামিতে ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল এখানকার ক্রিকেট স্টেডিয়াম। শ্যেন ওয়ার্ন এগিয়ে এসেছিলেন স্টেডিয়াম পুনর্নির্মাণে। তিনি আজ নেই। কিন্তু তাঁর স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে।

রবিবার এখানে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। শ্রীলঙ্কা যে তাঁদের জন্য স্পিন ফ্রেন্ডলি উইকেট সাজিয়ে রেখেছে সেটা বুধবার প্রথম প্র্যাকটিসেই টের পেয়েছেন শুভমন গিলরা। সিংহলিরা স্পিনকেই অস্ত্র করছে। আর ভারতের অনভিজ্ঞ বোলিং লাইন আপ অবশ্যই চিন্তায় রেখেছে টিম ম্যানেজমেন্টকে।

জসপ্রীত বুমরা ও ওয়াশিংটন সুন্দরের না থাকা বড় ধাক্কা। এখন বোলিংয়ে যেটুকু অভিজ্ঞতা সেটা মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদব ও রবীন্দ্র জাদেজাকে ঘিরে। বাকি বোলারদের মধ্যে আকিব নবি ও সারাংশ জৈন এখনও টেস্ট খেলার অপেক্ষায়। বাকিরা প্রসিধ কৃষ্ণ, গুরনুর ব্রার, মানব সুতার মিলে ৮টির বেশি টেস্ট খেলেননি। ফলে বোলিংয়ে অভিজ্ঞতার অভাব।

কলম্বোতে যে প্রস্তুতি ম্যাচ হয়েছে সেটা ভারতীয় দলকে স্বস্তি দিয়েছে। ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক বলেছেন, এর থেকে বেশি কিছু পাওয়ার ছিল না। অনেক পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু মিডল অর্ডার সমস্যা কাটেনি। ঋষভ পন্থ ও ধ্রুব জুরেল গলে খেলবেন। কিন্তু দু'জনের কারও ব্যাটে রান নেই। এরা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও রান পাননি। বরং ব্যর্থতার এই জায়গাটা ঢেকে দিয়েছিলেন জাদেজা ও ওয়াশিংটন। দু'জনে মিলে বর্তমান টেস্ট সাইকেলে হাজার রান করে ফেলেছেন।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশও এখন ভারতের উপরে। ফলে এই সিরিজ শুভমনদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেরা দল পাওয়া যাচ্ছে না। এটা চাপের। তার উপর শ্রীলঙ্কা সাম্প্রতিক কয়েকটি সিরিজে ভারতকে স্পিন অস্ত্রে টেক্কা দিয়েছে। নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকর দলের সঙ্গে শ্রীলঙ্কা গিয়েছেন। নিজের চোখে সব দেখে আসবেন। তাঁর পরামর্শে সরফরাজ খানকে কি প্রথম একাদশে খেলানো হবে?

এবারও বিশ্বকাপে নেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বেলফাস্ট, ১১ অগাস্ট : ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে কিছুতেই দুঃসময় কাটিয়ে উঠতে পারছে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এবারও তারা সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র পেল না। এই নিয়ে তৃতীয়বার তাদের বাছাই পর্বে খেলতে হবে। ১৯৭৫ ও ১৯৭৯-এ প্রথম দুটি বিশ্বকাপ জিতেছিল ক্লাইভ লয়েডের দল। কিন্তু ৫০ ওভারের ফর্ম্যাটে তাদের এখন করুন অবস্থা।

আইসিসির তালিকা অনুযায়ী প্রথম আটটি দল ছাড়াও ২০২৭ বিশ্বকাপে সরাসরি খেলবে তিন আয়োজকের মধ্যে দুটি দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবোয়ে। বেলফাস্টে তৃতীয় একদিনের ম্যাচ জিতে টুর্নামেন্টে জায়গা করে নিয়েছে আফগানিস্তান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বর্তমানে একদিনের র‍্যাঙ্কিংয়ে দশম স্থানে রয়েছে। কাট অফ ডেটের মধ্যে তাদের ভারতের সঙ্গে দুটি একদিনের ম্যাচ রয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই যে সেই দুটি ম্যাচ সাই হোপরা জিতলেও সরাসরি বিশ্বকাপের ছাড়পত্র মিলবে না। খেলতে হবে ফেব্রুয়ারির বাছাই পর্বে।

২০২৩-এ নেদারল্যান্ডসের কাছে হেরে বিশ্বকাপ স্বপ্ন শেষ হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। সেই প্রথমবার তারা ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে খেলতে পারেনি। এতে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও খেলা হয়নি তাদের। যা ২০১৩-র পর আর খেলাই হয়নি ক্যারিবীয়দের। এখন যা পরিস্থিতি বাছাই পর্বের টুর্নামেন্টে বিজয়ী দল সরাসরি বিশ্বকাপে খেলতে পারবে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দলকে একটি স্থানের জন্য সুপার সিরিজ খেলতে হবে।

এই সুপার সিরিজ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস ইতিমধ্যেই যৌথভাবে আপত্তি জানিয়েছে। কিন্তু এতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই! তাদের এখন বাছাই পর্বে খেলেই মূলপর্বে ওঠার রাস্তা খুঁজতে হবে।

কলম্বোয়ে হয়ে যাওয়া প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা।

এটাই জেতার সেরা সুযোগ : মাহরুফ

কলম্বো, ১১ অগাস্ট : ভারতকে হারানোর এটাই সেরা সুযোগ। বলে দিলেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অলরাউন্ডার পারভেজ মাহরুফ। তবে এরসঙ্গে দুটো শর্ত দিয়েছেন তিনি। এক, তাঁদের ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে। দুই, দীনেশ চান্ডিমালকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। তাঁর কথায়, চান্ডিমাল এই সিরিজে খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার।

দুই টেস্টের আসন্ন সিরিজে মাহরুফ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় থাকবেন। তিনি বলেছেন, শ্রীলঙ্কাকে আরও ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে। এটা তাদের বরাবরের সমস্যা। সেটা দল হিসাবে যেমন, তেমনই ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে। ওদের উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে আসাটা আমাকে হতাশ করে। ওদের ভুলে গেলে চলবে না এটা কিন্তু টেস্ট ক্রিকেট।

এরপর মাহরুফ যোগ করেছেন, আরও লড়াই করতে হবে। আরও জেদ দেখাতে হবে। টপ অর্ডারকে ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে। শ্রীলঙ্কা নিশ্চিতভাবে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজকে মিস করবে। কিন্তু দলে অনেক প্রতিভা আছে। কামিন্দু মেন্ডিস হয়তো চারে খেলবে। ধনঞ্জয় অধিনায়ক। ওদের জন্য ঘরের মাঠে ভারতকে হারানোর এটাই সেরা সুযোগ। এমন সুযোগ বেশি আসেনি। এরপর দলের সবথেকে অভিজ্ঞ ক্রিকেটার চান্ডিমালকে নিয়ে মাহরুফ বলেন, ও হয়তো তিনে খেলবে। ভারতের বিরুদ্ধে ওর একটা সেঞ্চুরি এখনও মনে আছে। চান্ডিমাল এত ক্রিকেট খেলেছে যে জানে ভারতের বিরুদ্ধে কীভাবে রান করতে হয়। এই সিরিজে শ্রীলঙ্কার জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার।